পুষ্পমালা।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫।

সূচী।

পুষ্পমালা।

গভীর নিশীথে।

কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার-সাগরে
মগ্ন ধরা; চারিদিক্ এমনি সুস্থির,
প্রহরী কুকুর ডাকে, তার সেই রব
সহরের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে যায়!
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদেরা মিলে
লোফালুফি করে! একি ভয়ঙ্কর ভাব!
অগাধ জলধি-তলে, শৈবাল-কুহরে
কীটাণু নিবসে যথা, আমি সেইরূপ
আঁধার সাগর-গর্ভে, আপন কুটীরে
ডুবে আছি; পরিজন সকলে নিদ্রিত।
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক্! নিশার আকাশে,
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে
ফুকারিছে—সাঁ সাঁ করে; বিশ্ব চমকিত!
কে আমি!—পড়িয়ে এই জলধির তলে
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি কে আমি রজনী!

ভূতধাত্রি ! গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ,
তরুলতা, জীব জন্তু, কোটি কোটি লয়ে
ফিরিতেছ, আগে শুনি কে তুমি ধরণি ?
এ বিশ্বে তো রেণু তুমি !—তবে আমি কোথা !
কল্পনে ! ভারতি ! স্মৃতি—মোর প্রিয় ধন !
তোমরা কি ?—করি আমি কার অহঙ্কার !
আমি কই ! এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে !
বিশ্বদেব ! তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত !
কি জানি ! কীটাণু হয়ে রেণু-কণা-মাঝে
পড়ে আছি, আমি দেব, কি আর বর্ণিব
তব কথা ! কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা,
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যাঁর ভয়ে,
সেই তুমি ! আমি কীট কি আর বর্ণিব !
কি বা বুঝি ! একে মূর্খ, তাহে অহঙ্কৃত,
তব তত্ত্ব তত্ত্বাতীত ! কি আর বর্ণিব ?
বাঁধিয়া বুদ্ধির সেতু ভাবি আগুলিব
অনন্ত-স্বরূপ তব, তুমি পদাঘাতে
ভাঙ্গি সেতু, শতদ্বারে যবে এই হৃদে
এসে পড়, ডুবে যাই, বলি—হে অপার !
অনন্ত কি, তুমি জান, আমি ক্ষুদ্র কীট
আমি ক্ষুদ্র কীট প্রভু ! কি আর বুঝিব ?
তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সহজ দৃষ্টিতে
দেখি যবে, দেখি বিশ্বে দেব, প্রাণ-রূপে
বিরাজিত ; প্রাণরূপী অন্তর বাহিরে !

প্রাণ-রূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে,
গ্রহ-চক্রে, বিশ্ব-ধামে, দ্যুলোকে, ভুলোকে।
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ;—আমি নীচ-মতি
ভয়ে স্তব্ধ; আমি দেব! আপনা নেহারি
ভয়ে স্তব্ধ; ক্ষুদ্র নর, অধম, নিকৃষ্ট,
ক্ষুদ্রাশয়, ক্ষুদ্রস্পৃহ, আমি কি বর্ণিব
প্রাণরূপী ভগবান্! তোমার স্বরূপ?
এই যে আঁধার, ইহা তব স্নেহ ছায়া।
ঢেকেছ আমারে, যথা মাতা বিহগিনী
আপন শাবকে ঢাকে; ঢেকেছ আমারে
প্রাণ-বাসে; তবে আমি লুকাই জননি!
লুকাই তোমার ক্রোড়ে;—জগতের ঘৃণা,
লোকের বিদ্বেষ, নিন্দা, আর কি ধরিতে
পারে মোরে? চেয়ে দেখ্ দেখ্ ধরাবাসি!
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লুকাল সন্তান!

উৎসর্গ।

(১)

অরুণ উদিল; জাগিল অবনী;
জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী;
উঠ মা জননি! উঠ মা জননি!
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি!

ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
উঠগো উঠগো প্রিয় জন্মভূমি !
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
কিসের বিষাদ, কি অভাব তার ?
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে,
আর ঘুমাইওনা ভারত জননি !

(২)

তনু পুলকিত ; ভূত ভবিষ্যৎ
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ।
দেখে বর্ত্তমান সকলেই ম্লান,
কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ।
বর্ত্তমান পারে দেখি দুই ধারে
অপরূপ দৃশ্য ; দেখি শত শত
ভারতের প্রজা, ভারত সন্তান,
ওই উচ্চরবে করিতেছে গান ;
বিশ কোটী লোকে হেথা মগ্ন শোকে
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত।

(৩)

ওই যে বাল্মীকি ! ওই কালিদাস !
ওই ভবভূতি ওই বেদব্যাস,
ওই যে শঙ্কর বুদ্ধির সাগর,
তর্কযুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রাস !
আরো শত শত নাম করি কত,
ভারত আকাশে সবে সুপ্রকাশ !

নাচরে লেখনি! জাগরে হৃদয়!
আজ শত সূর্য্য প্রাণেতে উদয়!
উরগো ভারতি! ভাল করে সতি
ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ!

(৪)

অন্যদিকে দেখি নবোৎসাহ-ময়
অন্য এক জাতি; দেখে বোধ হয়
মিলিয়া সকলে কোন শত্রু দলে
আসিতেছে যেন সবে করি জয়।
সবে বলে "জয় ভারতের জয়
সুখ-সূর্য্য ওই হইল উদয়;
চিনি না সবারে, নাহি জানি নাম,
কিন্তু দেখে যেন পূর্ণ মনস্কাম;
দেখিয়া হৃদয় হলো অগ্নিময়,
কে বলে ভারত তোর দুঃসময়।

(৫)

ওগো জন্মভূমি পর-পদ-তলে
অনেক লাঞ্ছনা এ প্রাণে সহিলে।
বহু দিন ধরে মরমেতে মরে,
দুটী চক্ষু মুদে পড়িয়া রহিলে।
আর কত কাল আর কত কাল,
রবে বল মাতা?—ভাসি নেত্র-জলে
জিজ্ঞাসি তোমারে।—ওই ভবিষ্যতে
চক্ষু খুলে দেখ তোমারি জগতে

নব সূর্য্যোদয়, নব শোভাময়,
তোমারি সন্তান গাইছে সকলে।

(৬)

উঠগো দুর্ব্বল শিশুদের মাতা,
ভাবনা কি তোর বিশ-কোটি-সুতা ?
বারেক উঠিয়া নয়ন মুছিয়া,
ভূত ভবিষ্যতে, যে সব জনতা
নিজ পুত্র বলে দেখাও সকলে ;
দুটী রত্ন লয়ে কর্ণিলীয়া মাতা *
করে অহঙ্কার, তুমি গো জননি !
রত্নগর্ভা নিজে, এত রত্ন মণি
সকলি তোমার, তবে অহঙ্কার
কেন না করিবে হয়ে হর্ষযুতা ?

(৭)

পারি কি ভুলিতে, ভারত-রুধির
বহি যত কাল রেখেছে শরীর,
পারি কি ভুলিতে, জীবন থাকিতে
প্রিয় জন্ম-ভূমি ! তব অশ্রু নীর ?

---

* পুরাতন রোম নগরে কায়স গ্রাকস্ ও টাইবিরিয়স্ গ্রাকস নামে দুই জন ক্ষমতাশালী ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের জননীর নাম কর্ণিলীয়া। এক দিন কোন প্রতিবেশিনী তাঁহার মণি মুক্তাদি দেখিতে চাওয়াতে তিনি পুত্র দুটীকে নিকটে ডাকিয়া বলেন " এই দুইটীই আমার মাণিক।"

ধিক্ সে পাষণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড
তব আর্ত্তনাদে যে জন বধির।
আয় মা দরিদ্র-ভিখারী-জননি!
তোমারে উৎসর্গ করিনু লেখনী;
ভীরু বাঙ্গালির আছে অশ্রুনীর,
তাহাও উৎসর্গ করিনু এখনি!

(৮)

চাইনা সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি,
দেও ধর্ম্মধন প্রাণে পূরে রাখি!
হায়! জন্মভূমি! পুণ্য-ভূমি তুমি
দেও পুণ্য-বারি দগ্ধ প্রাণে মাখি!
তুমি যার তরে খ্যাত এ সংসারে,
আন সে বিশ্বাস তাই লয়ে থাকি।
সভ্যতা সভ্যতা করে লোকে ধায়,
কই তাতে সুখ? মরীচিকা প্রায়
প্রতিপদে দূরে ওই যায় সরে,
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি!

(৯)

দেখে অধীনতা ঘোর কাল রাতি,
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি;
যাহা কিছু ছিল সকলি হরিল;
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি।
সভ্যতার নামে আসি আর্য্যধামে
নর-শত্রু যত, করিছে ডাকাতি।

যাক্ এ সভ্যতা দেও সে বিশ্বাস,
দেও সে নির্ম্মল হৃদয়-আকাশ,
দেও সে বৈরাগ্য ভারত-সৌভাগ্য
আমি পুনরায় ধর্ম্ম লয়ে মাতি।

(১০)

ধর্ম্মহীন হলো ভারত সন্তান।
কারে ডেকে বলি, পশুর সমান
ইন্দ্রিয়-সেবায় সবে মগ্ন-প্রায়;
তবে তোর মাতা কই পরিত্রাণ!
শুধু চক্ষু জলে কি হবে ভাসিলে,
তাতে কি রজনী হবে অবসান?
সুদৃঢ় সংকল্পে আজ প্রতি জন
করুক উৎসর্গ নিজের জীবন,
দেখি দেখি তায়, যায় কি না যায়,
এ ঘোর দুর্দ্দশা রজনী সমান।

(১১)

যার আছে ভাষা, দিক্ সে রসনা;
কবি যদি থাকে দিক্ সে কল্পনা;
শিবরাত্রি মত থাক্ অবিরত
জ্বালায়ে শলিতা বসে যত জনা।
হবে না কথাতে কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত সন্তান তবে বলি তারে,

নতুবা লিখিতে অথবা বলিতে
আমিও তো পারি তাতে কি বলনা?

(১২)

দেখে হাসি পায়, ভারতের জয়
গাইলেন কবি,—নবোৎসাহ-ময়,
না ফুরাতে গান পশুর সমান
আবার নরকে নিলেন আশ্রয়;
ওরে বঙ্গ-বাসি! তোদিগে জিজ্ঞাসি
এরূপে কি হবে ভারতের জয়?
ছাড় সে কল্পনা, তাহাতে হবে না,
বৃথা কেন কর সে সুখ বাসনা?
ইন্দ্রিয়ের দাস, যেবা বার মাস,
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।

(১৩)

ওরে, পতিব্রতা বিধবা হইয়ে,
যেরূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,
আয় সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচার
মৃত-স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে তবে রে উল্লাসে
নাচিব গাইব সকলে মিলিয়ে।
যত দিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক অমা নিশি ভারত-আকাশে;
আশার শলিতা রাবণের চিতা
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে।

(১৪)

তবে মা জননি ! আমি হীন নর ;
তব বিশ কোটি সন্তান ভিতর।
কি আছে আমার যার উপহার
করিব চরণে পূরায়ে অন্তর ?
পেয়েছি লেখনী লওগো জননি
পেয়েছি রসনা, ক্ষীণ যার স্বর,
লও তুমি তাহা সাধের ভারত !
ভাষা, চিন্তা, কাজ বহুক নিয়ত
তোমার চরণে ; পবিত্র জীবনে
করি তব সেবা, দেখুন ঈশ্বর ।

(১৫)

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই ;
নিজেত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব,
অপরের আঁখি এই ভিক্ষা চাই।
সত্য,—ধন মান চাহেনা এ প্রাণ,
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই ;
বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্ব্বাদ করহে ঈশ্বর !
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।

হরিষে বিষাদ।

এই ত এলাম দেশে ; কি করি এখন
যাই কোথা, কারে ডেকে করি সম্ভাষণ ?
এই সেই কলিকাতা ; সুখদে নগরি !
বাল্যের সুহৃদ্ তুমি নমস্কার করি।
এই সেই রাজপুরী ; সেই ভাগীরথী
সাগর উদ্দেশে চলে মৃদুমন্দ গতি।
কিন্তু এত পরিবর্ত্ত করেছে সময়,
সেই পুরী বটে কিনা, জনমে সংশয়।
পর্ণের কুটীর সেথা গিয়াছি দেখিয়া,
আজি সেথা সৌধমালা আছে দাঁড়াইয়া।
উন্নত প্রাসাদ শত দেখেছি যেখানে,
আজি সেথা রাজপথ ; পতিতের স্থানে
আজি দেখি হাসিতেছে কুসুম-কানন ;
যেন সমুদয় পুরী প্রফুল্লবদন।
কিন্তু আমি যাই কোথা ? সেই গৃহে আর,
হতভাগ্য সুত জায়া আছে কি আমার।
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে, এ পুরী যখন
হেন বিসদৃশ ভাব করেছে ধারণ,
তখন দেখিব কিরে প্রেয়সী আমার।
(প্রেয়সী বা বলি কেন ? প্রিয়া নামে তার,
সে দিন দিয়াছি কালি জনম মতন,

যে দিন বারুণী-রসে হয়েছি মগন।)
তখন দেখিব কিরে কামিনী আমার,
পুত্র দুটী লয়ে সুখে আছে সে প্রকার !
ভাবিতে ভাবিতে হেন ক্রমে পায় পায়,
আসিল পূর্ব্বের গৃহে ; আসিয়া তথায়
ধীরে ধীরে করাঘাত করে বহির্দ্বারে ;
'কে আছ খুলিয়া দ্বার লহ রে আমারে।'
ঘোর রবে খুলে দ্বার যুবা একজন,
জিজ্ঞাসিল, 'কেহে তুমি হেথা কি কারণ ?'
উত্তরিল হতভাগ্য কাতর হৃদয়ে ;—
'অভাগী রমণী কেহ দুটী পুত্র লয়ে,
কিছুকাল গত হলো ছিল এই খানে,
কোথায় গিয়াছে তারা আছে কোন্ স্থানে ?
যুবা বলে ;—'হাঁ। হাঁ। হলো বহুদিন গত,
এ বাটীতে দুটী শিশু খেলিত নিয়ত,
শুনেছি তাদের পিতা ছিল দুরাচার ;
মত্ত হয়ে বন্ধু সনে করিয়া প্রহার
কোন এক গণিকারে করিল সংহার;
ছাড়িয়া কলত্র সুত ছাড়ি পরিজন,
সিন্ধু-পারে দ্বীপান্তরে গেল সে কারণ।
তাহার ঋণের দায়ে বাড়ী বিকাইল,
অপত্য কলত্র তার পথেতে ভাসিল ;
শুনেছি অমুক স্থানে রহেছে এখন,
অন্বেষণ কর সেথা পাবে দরশন।'

যে আজ্ঞা, বলিয়া তারে বিদায় লইয়া,
অভাগা বিষণ্ণ মুখে চলিল ফিরিয়া।
পায় পায় যায়, আর ভাবে মনে মনে,
ছি ছি আমি কোন্ মুখে যাব সে ভবনে,
কেননা করিল দণ্ড জনমের তরে,
চিরদিন থাকিতাম জলধি-উদরে,
সেই খানে এই তনু হইত পতন,
হ'তো না ত এ সংবাদ করিতে শ্রবণ।
কি লজ্জা! ভদ্রের কুলে জনম লইয়া,
রেখেছি কলত্র সুতে ভিখারী করিয়া,
কিরূপে দেখাব মুখ তাহাদিগে আর,
ঘরে ফিরে আসা হলো যাতনা আমার।
ধিক্‌রে মদিরে! তোরে ধিক্ শত বার,
যার গুণে এ দুর্দ্দশা আজ অভাগার।
ভাবিতে ভাবিতে হেন আসিয়া পৌঁছিল;
ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিল।
দ্বার খুলে জিজ্ঞাসিল বৃদ্ধা এক জন,
'কে গো বাছা! কারে হেথা কর অন্বেষণ?'
তাকে স্ত্রীপুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল।
শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল;
বলিল;—'কে তুমি বাবা এত কাল পরে
আসিয়া তাদের কথা জিজ্ঞাস আমারে?
মাতাল স্বামীর হাতে পড়ে অভাগিনী।
রাজার সংসারে থেকে হলো কাঙ্গালিনী।

স্বামী দ্বীপান্তরে গেলে, ছানা দুটী লয়ে
ছিল বটে হেথা আসি মৃত-প্রায় হয়ে ;
বিধাতা সাধিল বাদ তাহার উপরে,
'অকালে মাণিক দুটী নিল তার হরে
অমুক খোলার ঘরে রহেছে এখন,
যাও বাবা সেই খানে পাবে দরশন।'
কাণে যেন বজ্রাঘাত হইল তাহার,
একেবারে দশদিক্ দেখে অন্ধকার।
বৃদ্ধা দ্বার দিল কথা বলিয়া তাহারে।
দাঁড়াতে না পেরে আর পয়োনালা ধারে
শোকে অভিভূত হয়ে বসিয়া পড়িল ;
অবিরল জলে মুখ ভাসিতে লাগিল।
মনে বলে ;—হে দুরন্ত অনন্ত সাগর !
সুরম্য নগরী কত, কত নারী নর,
বাহু প্রসারিয়া তুমি করেছ সংহার,
কেন এত দয়া সিন্ধু ! উপরে আমার !
এতকাল ছিনু আমি তোমার উদরে,
অভাগার পাপ অস্থি গর্ভসাৎ করে,
কেন কেন রত্নাকর দিলে না নিস্তার,
তা হলে ত এ যাতনা থাকিত না আর।
হায় রে ছিলাম যবে জলধি উদরে,
দেখেছি কত যে বজ্র মস্তক উপরে,
সে অনলে কত তরু গেল দগ্ধ হয়ে,
কেন তার এক খণ্ড এ পাপ হৃদয়ে

না পড়িল, তা হলে যে হইত নিস্তার,
তা হলে যে এ যাতনা থাকিত না আর।
যোগেন, সুরেন, বাপ গেলি রে কোথায়,
কার কাছে রেখে গেলি অভাগিনী মায় ?
বহুকাল পরে পিতা আসিয়াছে ঘরে,
এস এস দুই দিকে ঝোল গলা ধরে।
সোহাগেতে বাবা বলে আসিতে যখন,
অপমান করে ফেলে দিতাম তখন,
তাই কি মনের দুঃখে গেলে পলাইয়া,
এসে দেখ সেই পিতা এসেছে ফিরিয়া ;
এস আমি পায়ে ধরে মার্জ্জনা চাহিব,
কাছে এলে অপমান আর না করিব।
আর যে আমার নাই কেহ এ সংসারে;
কোথা ফেলে গেছ বল অভাগী মাতারে।
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে উঠিল আবার;
কাতর চরণে পুন হয় আগুসার ;
শূন্য শূন্য নেত্রে হেরে পাগলের প্রায় ;
শ্মশ্রু, কেশ, পরিচ্ছদ ধূসর ধূলায়।
এদিকে দিবস শেষ ডুবু ডুবু রবি,
আঁখি-মুদু-মুদু যেন প্রকৃতির ছবি ;
অভাগার চক্ষে যেন ঘুরিছে সংসার,
ভোঁ ভোঁ রব কাণে যেন শুনে অনিবার ;
সারা দিন অনাহারে উঠেনা চরণ,
প্রতিপদে ঢলে যেন পড়ে অনুক্ষণ !

অবশেষে সেই গৃহে আসিয়া পৌঁছিল,
ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিল।
'.কে আছ সত্বর এস কবাট ঘুচাও,
দাঁড়াতে পারি না আর দ্বার খুলে দাও,
দ্বার খোলো দ্বার খোলো কর জল দান,
তৃষ্ণায় হৃদয় ফাটে বাহিরায় প্রাণ!
ভ্রমিয়া চরণ যুগ হয়েছে কাতর;
দুরু দুরু কাঁপে উরু সর্ব্ব কলেবর;
দয়া করে ত্বরা করে কবাট ঘুচাও,
যায় যায় যায় প্রাণ জল বিন্দু দাও।'
গৃহ হতে দীন স্বরে, 'কে তুমি' বলিয়া।
একজন বহির্দ্বার খুলিল আসিয়া।
দুঃখিত কপাট যেন কাঁদি উদ্ঘাটিল,
বিবর্ণা বিশীর্ণা এক নারী দেখা দিল।
যেমন মেঘের পাশে ডোবে শশধর,
সেরূপ লাবণ্য তার সহজ সুন্দর,
মলিনতা মেঘে যেন আছে আচ্ছাদিয়া।
গলিত মলিন বাস; আহা! সম্বরিয়া,
কেমনে বা রাখে লজ্জা বিধুরা কামিনী!
কাতর নয়নযুগ, দিবস যামিনী
বরষিয়ে অশ্রুধারা; পাগলিনী প্রায়,
চারি ধারে রুক্ষ কেশ উড়িয়া বেড়ায়।
অভাগা দেখিল যবে সেই অভাগিনী,
সেই অভাগিনী তার সরলা কামিনী,

আর তারে নিবারিয়ে রাখে কোন্ জন,
আর তার শোক সিন্ধু কে রোধে তখন!
ভুকরে আচ্ছাদি মুখ হাহাকার করে,
উঠিল কাঁদিয়া, বলে;—'এত সহ্য করে,
আছ কিরে এত কাল পামরের তরে?
পাপীর দুঃখের ভাগী করিতে তোমায়,
রেখেছে শমন কি রে আজিও ধরায়?
বলিতে বলিতে রুদ্ধ হইল বচন,
করিতে লাগিল শুধু ফুলিয়া রোদন।
এ ভাব দেখিয়া তার জড়ভাব ধরে,
রহিল অবলা মূক ক্ষণকাল তরে।
অবশেষে অনুমানে বুঝিল প্রকার!
শোকে অভিভূতা হয়ে পারিল না আর,
ভাঙ্গিতে মনের কথা; ঘোর ভাব ধরি,
অন্তরে বহিল তার শোকের লহরী।
তখনি মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে ধরাতলে।
না পড়িতে অৰ্দ্ধ-পথে ধরে বাহু বলে,
অভাগা তুলিল তারে আপন হৃদয়ে,
বসনে ব্যজন করে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে।
আলু থালু কেশ-পাশ পড়িল ঝুলিয়া;
নয়নের জল তার ক্রমে গণ্ড দিয়া,
ধীরে ধীরে অভাগার হৃদয়ে বহিল;
বসন অঞ্চল মরি খসিয়া পড়িল।
ডাকিয়া অভাগা তবে বলে কতক্ষণে;

উঠ উঠ শশিমুখি ! ও চারু নয়নে
পামরের দিকে প্রিয়ে ! চাও একবার।
হয়েছে দুরন্ত কাল সকল আমার ;
অসময়ে অভাগারে করিতে সান্ত্বন
একা তুমি মাত্র আছ হৃদয়ের ধন !
বহু দিন পরে প্রিয়ে ! আসিয়াছি ঘরে,
উঠ উঠ চারু হাসি মাখি বিম্বাধরে
জিজ্ঞাস কোথায় ছিনু, ছিনু বা কেমন,
পুন ইন্দীবর আঁখি কর উন্মীলন।
স্বামী হয়ে যে যাতনা দিয়াছি তোমায়
ভোলো তাহা, আজ ক্ষমা কর লো আমায়।
কাঁদিবার তরে ফিরে এসেছি আবার,
উঠ উঠ উভে মিলি কাঁদি একবার।
ডাকের উপর ডাক অভাগা ডাকিল,
তথাপি রমণী তার নীরবে রহিল।
উঠিল না ; উঠিবে কি, এত দিন পরে,
মৃত্যু তারে দুঃখী বলে নিল কোলে করে ;
হরিষে বিষাদ আজ দেখা স্বামী সনে,
না ফুটিতে ভাষা তার মিলাল বদনে।
জীবন প্রদীপ মরি সহসা নিবিল,
এ সংসার অন্ধকারে অভাগা রহিল।

পাখী।

(নির্জ্জন উদ্যানে লিখিত)

(১)

কত ডাক ডাকিবিরে পাখি !
সুখের ভাণ্ডার তোর অক্ষয় কি ? প্রাণে মোর
স্বর-সুধা কত দিবি মাখি ?
ডেকে ডেকে হলে সারা তবু বর্ষ স্বর-ধারা
কি আনন্দ ! ফুরাল না ডাকি।
তরু কুঞ্জে বসে মনের হরষে
করিতেছ গান জুড়াইল প্রাণ ;
ইচ্ছা রে বিহঙ্গ তোর সনে থাকি ;
সংসার যাতনা আরত সহে না
উড়িয়া পলাই ধন জন রাখি।

(২)

যাই উড়ে পাখি তোর দেশে !
আনন্দে মিলিয়া সবে গান করি কলরবে,
দেখে আসি স্বদেশ বিদেশে।
তোর সনে প্রিয় পাখি ! ভূধর সাগর দেখি
বনে বনে গাই রে উল্লাসে।
দুঃখে শোকে ভরা এই পাপ ধরা
ইহাতে চরণ দিব না কখন,
উড়িয়া বেড়াই আকাশে আকাশে।

যতেক বিহঙ্গে মিলে এক সঙ্গে
সুখের তরঙ্গে যাই সুধু ভেসে।

(৩)

তব কণ্ঠ সুধার ভাণ্ডার !
ক্ষুদ্র কণ্ঠে পাখী তোর কিআশ্চর্য্য এত জোর
বন পূর্ণ সুস্বরে তোমার।
রে বিহঙ্গ আমি নর বুদ্ধি বলে শ্রেষ্ঠতর
এত শক্তি নাই রে আমার !
তোমার উৎসাহ, আনন্দ প্রবাহ,
দেখে ভাবি মনে ধিক্ এ জীবনে
নর জন্মে ধিক্ ধিক্ রে সংসার !
পাখী ক্ষুদ্র প্রাণী তারে শ্রেষ্ঠ মানি !
স্বদেশে বিদেশে সদানন্দ যার !

(৪)

বল শুনি কি কারণে ডাক !
কাহার সন্তোষ তরে এমন মোহন স্বরে
বন-কুঞ্জ আনন্দেতে মাখ ?
প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কি রে প্রেম-পাত্রী বিহগীরে
স্বর সুধা দানে তুষ্ট রাখ ?
বল কার তরে এ হেন সুস্বরে
গাও প্রতিদিন কভু নও ক্ষীণ,
এসে দেখা দেও যেখানেই থাক।
তবে কি আমার হৃদয়ের ভার,
ঘুচাবার তরে এই ব্রত রাখ ?

(৫)

নর ভাগ্য তুমিত বুঝ না !
কি দুঃখেতে তার প্রাণ   দিবানিশি থাকে ম্লান !
ক্ষুদ্র পাখি ! তুমি ত জান না।
তুমি যদি হতে নর   থাকিত না এ সুস্বর,
বুঝিতে রে গভীর বেদনা !
কারে বলে পাপ   কি যে অনুতাপ
কভু কি স্বপনে   দেখেছ জীবনে ?
তবে রে বিহঙ্গ ! নরের যাতনা,
নরের ভাবনা   নরের লাঞ্ছনা,
কিরূপেতে তুমি বুঝিবে বল না ?

(৬)

ওরে পাখী ! ডাক্ ডাক্ ডাক্ !
কোথা তোর সহচরী   ডেকে আন্ ত্বরা করি
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক্।
শুনিয়া শুনিয়া   যাই রে ডুবিয়া
পাসরি যাতনা,   ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণ কাল তরে দূরে পড়ে থাক্।
ওই মধু ধ্বনি   কর্ণ পাতি শুনি
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্।

(৭)

সত্য পাখি ! বড় হিংসা হয়।
বড় ইচ্ছা মনে মনে   এ ভব গহন বনে
থাকি সদা প্রফুল্লতা-ময়।

কেবল প্রেমের কথা প্রচারি রে যথা তথা
বিভু-প্রেমে জুড়ায়ে হৃদয় !
লোকের বিদ্বেষ দারিদ্র্যের ক্লেশ
যাই সব ভুলে, পাখা দুটী তুলে
গাইয়া বেড়াই বিশ্বরাজ্য-ময়।
সুস্বর তোমার হোক্ রে আমার
তোর সম পাখী হোক্ রে হৃদয়।

(৮)

পাখি তোর দুদিনের প্রাণ !
দুচারি বৎসর তরে থাকিবি রে এ সংসারে।
তরু-কুঞ্জে করিবি রে গান ;
এক দিন হলে ভোর মধুর সুস্বর তোর ;
আর পাখী শুনিবে না কাণ !
কিন্তু রে ! বিহঙ্গ জীবন-তরঙ্গ
বহু দিন আর রহিবে আমার,
তবে রে সংগ্রাম হবে অবসান।
আঁধার জগতে, আর ভবিষ্যতে
হতে অগ্রসর চাহে না যে প্রাণ !

(৯)

পাখি ! তোর নাহি কোন আশা !
কোন সাধ নাহি মনে, তাই ত রে বনে বনে
করিতেছ আনন্দ প্রকাশ।
নিরাশা যাতনা ঘোর এ ক্ষুদ্র জনমে তোর
হলোনা ত তাই রে উল্লাস !

প্রিয় আশা যত ক্রমে ক্রমে হত,
এক দুই করে সব গেল সরে,
তাই রে বিহঙ্গ ? বাড়িয়াছে ত্রাস !
আরো কিবা হয় আরো কিবা হয় !
এই ভেবে পাখি ! বাড়িছে হুতাশ।

(১০)

শিশু কালে ছিনু তোর মত।
হেথা যাব সেথা যাব এমন তেমন হব
বলে আশা করিতাম কত ;
কিন্তু কি দুর্ব্বল প্রাণ পাই নাই সে সন্ধান,
প্রতি পদে তাই আশা হত !
বাল্যের স্বপন গিয়াছে এখন,
আর অহঙ্কার নাই রে আমার,
বুঝিয়াছি বেশ মোর মূল্য কত।
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব
এই আশা এবে প্রাণেতে উদিত।

(১১)

ওরে পাখি ! ডাক্ ডাক্ ডাক্ !
কোথা তোর সহচরী ডেকে আন্ ত্বরা করি
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক্।
শুনিয়া শুনিয়া যাইরে ডুবিয়া।
পাসরি যাতনা ; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণকাল তরে দূরে পড়ে থাক্।

ওই মধু ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্।

(১২)

তোর ডাকে জাগে বনবাসী,
সাধ্য যদি থাকে তোর কণ্ঠে যদি থাকে জোর
ডাক্ তবে সুস্বর প্রকাশি!
উৎসাহে সবল হয়ে ডাক গিয়ে লোকালয়ে
উঠ জাগ হে ভারতবাসি!
নির্জ্জন কাননে আপনার মনে
কি হবে ডাকিলে? কি হবে শুনিলে
একা এই স্বর?—ইচ্ছা দেশ বাসি
শুনুক্ সকলে; ইচ্ছা দলে বলে
উঠুক্ সকলে নয়ন বিকাশি।

(১৩)

আরো বলি শোন রে বিহঙ্গ!
শুনি কেহ পুরাকালে আপন সঙ্গীত বলে
পেয়েছিল মৃত-প্রিয়া-সঙ্গ। *
তোমার মধুর গানে মৃতের অসাড় প্রাণে
বহে কিরে জীবন-তরঙ্গ?
তাহা যদি হয় ছাড় লোকালয়,
অতীত আঁধারে গিয়া স্বর-ধারে

---

* এরূপ কথিত আছে যে, অর্ফিয়স্ নামক এক জন গ্রীক সংগীত বেত্তা সংগীতের গুণে যমালয় হইতে মৃত পত্নীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব পিতৃদের কর নিদ্রা-ভঙ্গ ;
আন জাগাইয়া পূজিরে দেখিয়া
হই রে উন্নত পেয়ে সাধু-সঙ্গ ।

(১৪)

ওরে পাখি ! ডাক্ ডাক্ ডাক্
কোথা তোর সহচরী ডেকে আন ত্বরা করি
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক্ ।
শুনিয়া শুনিয়া যাইরে ডুবিয়া,
পাসরি যাতনা ; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণ কাল তরে দূরে পড়ে থাক্ ।
ওই মধুধ্বনি কর্ণপাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্ ।

প্রকৃত সাহস ।

(১)

দীপ কি উজ্জ্বল রূপ-শোভা ধরে,
গভীর রজনী না ঘেরিলে তারে ?
নব জলধরে বিজলি বিহরে
শারদ আকাশে কেন না প্রকাশে ?
সুনীল নিকষ বিনা স্বর্ণ মরে ।
সেইরূপ কিরে মানব জীবন

কভু শোভা পায়, যদি নাহি তায়,
ঘোর অমানিশি একেবারে গ্রাসি
গভীর আঁধারে করে বিসর্জ্জন ?
তবে ত পৌরুষ জাগে রে অন্তরে।

(২)

সুখের শয্যাতে মোহ-নিদ্রাগত,
কে চায় কে চায় থাকিতে নিয়ত !
নারীর রুধিরে জন্ম বলে কি রে
নারীর সমান হব ক্ষীণ-প্রাণ ?
সংসার তর্জ্জনে হব অভিভূত ?
ধিক্ সে জড়তা, ধিক্ সে বাসনা !
বীর দর্পে ভরা, ওই দেখ ধরা,
কি সে দুঃখ যার, হেন গুরু ভার,
ঈশ্বরের নামে যাহা সহিব না ?
যার ভারে শক্তি একেবারে হত ?

(৩)

যত বার পড়ে, উঠে তত বার,
বীর-মন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার !
নরের নরত্ব পশুত্ব দেবত্ব,
এ সংগ্রাম বিনা নর দেব কি না
কে আর প্রকাশে ?—রক্ত-স্রোতে যার
বক্ষঃস্থল ভাসে, কিন্তু তবু প্রাণ
কভু ম্লান নয়, শুভ ইচ্ছাময় !
যার খরতর শরে জর জর,

তাহারি কল্যাণ　অন্তরের ধ্যান ;
নরত্ব দেবত্ব এক স্থানে তার !

(৪)

আয় ভবে আয়　ঘোর দরিদ্রতা !
রুধির-শোষিণী　পৈতৃক দেবতা !
আয় বজ্রধ্বনি !　আয় কালফণি !
নর-শত্রু যারা　আর সবে তোরা,
ঘের চারিদিকে　করিয়ে জনতা।
জীবন-আকাশ,　বিপদ-দুর্দ্দিনে
ঘেরিয়া আমার　হোক্ অন্ধকার ;
সব কষ্ট সয়ে,　রব স্থির হয়ে ,
কে পায় পৌরুষ দুঃখ কষ্ট বিনে ?
ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা ?

(৫)

তবে মুছি অশ্রু　উঠিয়া দাঁড়াই !
যা হবার হলো　এ জনম গেল
বিষম সংগ্রামে　তাতে দুঃখ নাই।
রক্ত-বিন্দু হতে　শুনি এ জগতে
শত রক্ত-বীজ　জন্মে যে প্রকার !
জীবন সংগ্রামে　ভারতের নামে
যত রক্ত-বিন্দু　পড়িল এবার,
শত পুত্র হবে　বীর অবতার !
ভারত আঁধার　ভারতের ভার
ঘুচাইবে তারা ;—ভেবে মরে যাই।

চৈতন্যের সন্ন্যাস।

চৈতন্যের জীবন চরিতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বরূপ কনিষ্ঠের নাম চৈতন্য। বিশ্বরূপ পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তদবধি পাছে চৈতন্যও তাঁহার জ্যেষ্ঠের পদবীর অনুসরণ করেন, বলিয়া পুত্র-বৎসলা শচী সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন, চৈতন্য গোপনে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিনাম প্রচারার্থ দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। শচী আদর করিয়া চৈতন্যকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন।

(১)

আজ শচী মাতা কেন চমকিলে ?
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে ?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে নিমু নিমু বলে
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে ?

(২)

বউ মা ! বউ মা ! ঘুমা'ওনা আর !
উঠ অভাগিনি ! দেখ একবার ;
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই ;
বুঝিবা পলাল করি অন্ধকার !

(৩)

তাই বটে হায় ! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিত সরলা কামিনী ;

শূন্য পড়ি ঘর কোথা প্রাণেশ্বর !
গেছে গেছে করে উঠে বিনোদিনী।

(৪)

সে কি বল বউ ! ওমা সে কি কথা !
হা মোর নিমাই পলাইল কোথা !
পাগলিনী প্রায়, দ্বারে গিয়া হায়
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা !

(৫)

ডাকেন জননী নিমাই ! নিমাই !
প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই ;
ডাকিছেন যত শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে ; কোথারে নিমাই !

(৬)

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি যাই যাই করে ;
ভাবেন জননী আসে গুণমণি
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে।

(৭)

নিমাই ! নিমাই ! হা মাতা সরলে,
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে ;
কাঁদ মা জননি ! তব গুণমণি
আঁধারে লুকায়ে ওই গেল চলে।

(৮)

ওই গেল চলে পাগলের প্রায় ;
জান না ত মাতা কে তারে লওয়ায় !
উন্নত আকাশে খধূপ * প্রকাশে
আপনার বেগে সে কি সেথা যায় ?

(৯)

প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে,
আর তারে হেথা কেবা রাখে ধরে ?
তাই মহা বেগে যায় অনুরাগে,
পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে।

(১০)

ধরেছ জঠরে তাই বলে তারে ;
পার কি রাখিতে আপন আগারে ?
যে কাজ সাধিতে আসা অবনীতে
দিলেন ঈশ্বর সে কাজে তাহারে।

(১১)

নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই,
আজি সে হইল পাপীদের ভাই ;
জগতের তরে সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না মাতা কাঁদিতেছ তাই।

(১২)

শচী মাতা কাঁদে ঘর ফেটে যায়,
বিষ্ণু-প্রিয়া দ্বারে পুতলীর-প্রায়,

---

* খধূপ—হাওয়াই।

দাঁড়ায়ে ললনা, বিষণ্ণ-বদনা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়।

(১৩)

কেঁদনা লেখনি! কর রে বর্ণনা,
স্নেহময়ী মার সে ঘোর যাতনা।
শোকে অভিভূত ধড় ফড় কত
করিছেন মাতা হারায়ে চেতনা!

(১৪)

বধূ নিজ মুখ মুছিছে অঞ্চলে,
আর হস্তে ঠেলে মাগো মাগো বলে;
শোকের সাগরে দুটী নারী মরে
উঠ প্রতিবাসি! উঠগো সকলে।

(১৫)

কেঁদনা লেখনি! পেওনারে ভয়,
লোকেত বলিবে নিমাই নির্দ্দয়,
তুমি কি জানিবে তুমি কি বুঝিবে
আমিত জানি না কিসে কি যে হয়।

(১৬)

রজনী পোহাল, দিক্ প্রকাশিল,
শচীর ক্রন্দন গগণে উঠিল;
উঠি প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
কি হইল বলি দ্বারেতে ডাকিল।

(১৭)

ঘরে আসি দেখে সে ঘর আঁধার !
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর !
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে
"হায় কি হইল !" মুখেতে সবার।

(১৮)

এ দিকেতে গোরা নিজ বেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায়।
হরি-গুণ গান করি পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

(১৯)

নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় যথা ;
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ
আর বার ভাবে জননীর কথা।

(২০)

বলেন সঘনে কোথা দয়াময় !
রহিলা জননী করো যাহা হয় ;
আমি দ্বারে দ্বারে ঘুষিব তোমারে
এদেহে জীবন যত কাল রয়।

(২১)

নির্ম্মল প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী ;

তারে দয়া করি তবে দেখ হরি !
করো করো নাথ ! তাহার সদ্গতি !

(২২)

প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি দেও অনুমতি !
হরি সংকীর্ত্তনে তোমা দুই জনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি ।

(২৩)

প্রিয় হরি নাম, ঘুষিব বিদেশে,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে ;
নিজে পায়ে ধরি ভজাইব হরি ;
হরিনামে পাপী ঘুচাইবে ক্লেশে ।

(২৪)

এত বলি গোরা নদে ছাড়ি যায়,
নদে পুরী শোকে করে হায় হায় !
কারে কি যে কর, জান হে ঈশ্বর !
দেখে শুনে কবি হত-বুদ্ধি-প্রায় ।

মাতৃ-দর্শন।

এইরূপ কথিত আছে যে, যখন চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন নিত্যানন্দ কৌশলক্রমে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে লইয়া যান। সেখানে পুত্রশোকাকুলা শচীদেবী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। নিম্নলিখিত কবিতাটী সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত।

(১)

"ওগো শোন শচী শোন গো শ্রবণে,
তোর গোরা নাকি ফিরে আসে ঘরে!"
শুনে চমকিত প্রাণ প্রফুল্লিত,
আপাদ মস্তক সহসা কম্পিত!
ভূমি-কম্প যেন সহসা অন্তরে!
রহিল সংসার সংসারের কাজ;
প্রিয় প্রতিবাসি কি শুনালি আজ!
শুষ্ক মরুভূমে আজ দয়া করে,
নিদাঘের ধারা আনিলি কেমনে।

(২)

বড় সাধ মনে সে ভাব বর্ণিব;
আয় আয় তবে সাধের কল্পনা!
আয় গো ভারতি! আজ মোর প্রতি
বিশেষ করুণা কর কর সতি!
ক্ষুদ্র কি মহৎ কবি যত জনা

স্বদেশে বিদেশে যুগ যুগান্তরে
জন্মেছ ; সকলে, আজ দয়া করে
দেহ পদছায়া, পূরায়ে বাসনা
শচী মার সেই বেদনা চিত্রিব।

(৩)

অন্যে ডাকি কেন কোথা গো জননি !
এস মা আমার জনম দুখিনি !
মায়ের বেদনা অন্যে তো জানে না,
সন্তানের মায়া অন্যে তো বোঝে না,
তুমি মা আমার স্নেহ-কল্লোলিনি !
সন্তানের প্রাণে এস একবার
এ হস্তের সৃষ্টি শোণিতে তোমার,
তব পদার্পণে পুত্র-পাগলিনি !
জাগিবে হৃদয়ে নাচিবে লেখনী।

(৪)

যে হস্তের সৃষ্টি শোণিতে তোমার,
আজ সে চিন্তিত বড় গুরু-ভারে ;
চাই না ভারতী, কবির শকতি ;
চাই না কল্পনা, সন্তানের প্রতি,
দেহ পদ-ছায়া দেখাই সবারে,
পুত্র হারা শচী বিষাদে মরিয়ে
নদে পুরী মাঝে কিরূপে পাড়য়ে ;
আজ সেই চিত্র দেখাই সবারে,
দেখাই জননি ! প্রসাদে তোমার !

(৫)

সংমার্জ্জনী হাতে গৃহ কাজে রত,
রয়েছেন শচী আপনার মনে ;
দীন হীন বেশ রুক্ষ রুক্ষ কেশ
বিষণ্ণ বদনে নাহি সুখ-লেশ,
জাগিয়া, কাঁদিয়া, কালি দুনয়নে ;
তিল তিল করে যেন দিন দিন
মরিছেন মাতা, গণিছেন দিন,
কবে মৃত্যু আসি এ কারা-ভবনে,
ঘুচাইবে তাঁর শোক দুঃখ যত।

(৬)

সংমার্জ্জনী হাতে গৃহ কাজে রত,
হেন কালে কথা প্রবেশিল কাণে,
পড়িল মার্জ্জনী, দাঁড়ায়ে জননী;
ইচ্ছা শত কর্ণ পেলে পুন শুনি !
কি শুনালি কথা আজ মোর প্রাণে
এ অমৃত ছড়া কে আনিয়া দিল !
শচী দুঃখী বলে আজ কে চাহিল !
প্রিয় প্রতিবাসী বল্ কোন্ স্থানে
শুনে এলি কথা স্বপনের মত !

(৭)

ওই বিষ্ণুপ্রিয়া রন্ধন-আগারে
নিজ কাজে রত বিরস হৃদয়ে ;

প্রফুল্ল নলিনী সমান ললনা,
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিতে পেলে না,
দলে দলে যেন যান ম্লান হয়ে !
হৃদয়-শ্মশানে চিতাগ্নির মত
এক মাত্র শিখা জ্বলিছে নিয়ত,
আহা সেও যেন আছে পথ চেয়ে
কবে কাল আসি নিবাবে তাহারে !

(৮)

এই কথা যেই প্রবেশিল কাণে,
সমগ্র হৃদয় চমকি উঠিল ।
শুনিতে শুনিতে যেন পৃথিবীতে
আর নাই সতী ; আবার শুনিতে
ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রবণ পাতিল ।
বল্ প্রতিবাসী আর বার বল্
শুকায়েছে প্রাণ, পেয়ে শান্তি জল
বাঁচুক্ আবার ; কে আজ রোপিল
মৃত আশা-লতা পুন তার প্রাণে ।

(৯)

আসিলাম শুনি আজ গঙ্গাতীরে,
শান্তিপুরে নাকি তোদের নিমাই
আচার্য্যের ঘরে এসে বাস করে,
শিষ্যগণ ধায় দেখিবার তরে ।
তোদের দুর্দ্দশা দেখে মরে যাই ;

তাই বলি শচি! বউ মাকে লয়ে
আয় সবে যাই, আসিগে দেখিয়ে;
দেখে চাঁদ মুখ নয়ন জুড়াই!
আহা পাবি প্রাণ এ মৃত-শরীরে।

(১০)

ওগো প্রতিবাসি! তোর ওই মুখে
হোক্ পুষ্পবৃষ্টি! তাও নাকি হয়!
নিমাই আমার আসিছে আবার,
বল প্রতিবাসি বল শতবার;
বউমা! বউমা! আয় মা; হৃদয়
ভরে দেখি আজ ও চাঁদ বদন!
মরমে মরিয়ে আছ বাছা ধন!
মা তোর সৌভাগ্য আবার উদয়!
এস শুনে যাও শুনে ভাস সুখে।

(১১)

করিলেন শচী যাবার মন্ত্রণা;
বাল বৃদ্ধ নারী পাড়ার সকলে,
সে বার্ত্তা শ্রবণে, আনন্দিত মনে,
চলিল সবাই গৌর দরশনে;
আহা! পথে তারা কত কথা বলে।
নদীয়াতে ছিল যত শিষ্যগণ
সকলে সংবাদে আনন্দিত মন;
যায় নদেবাসী ওই দলে দলে;
প্রবল সংঘটে ধায় শত জনা।

(১২)

হেথা শান্তিপুর করে টল মল,
কে এসেছে বলে ঘোর গণ্ডগোল,
বাজারে বাজারে কথা পরস্পরে
কে নাকি এসেছে আচার্য্যের ঘরে,
হরিনাম শুনি সে হয় পাগোল ;
পাপী তাপী সাধু যারে কাছে পায়,
ধর হরি-প্রেম বলে যাচে তায় ;
বিপুল জনতা ঘোরতর রোল !
চল্ দেখে আসি চল্ সবে চল্

(১৩)

যে দেখিতে আসে সেই ভুলে যায়।
হেন হরিনাম কভু শুনি নাই !
এ নব বয়সে কৌপীন বসনে
ঢেকেছে শরীর ! এই কি নিমাই !
মরি মরি শচি তোর দুঃখে মরি !
এ নিধি হারায়ে কিসে প্রাণ ধরি
আছিস্ জগতে ! চলগো সুধাই,
দুখিনী মাতারে কেন সে ভাসায়।

(১৪)

নিত্য নবোৎসব, টলে শান্তিপুর,
টল টল বঙ্গ প্রেমের হিল্লোলে ;
যে যেখানে ছিল সকলে আসিল ;
মনোহর কান্তি নেহারি ভুলিল,
শুধু কান্তি নয় সে মুখের বোলে,

যুড়ায় শরীর, যুড়ায় হৃদয়;
শান্তিপুর যেন প্রফুল্লতাময় !
আনন্দ তরঙ্গে যেন পুরী দোলে,
হরি প্রেমে দেশ হলো ভরপুর।

(১৫)

হেনকালে শচী দরশন দিলা,
শ্রীচৈতন্য শুনি, মাতার চরণে
লুটায়ে শরীর নয়নের নীর
ফেলেন শ্রীপদে ! তুমি না সুধীর !
কে আছে সুধীর এ তিন ভুবনে,
দীন হীন বেশে আসিলে জননী,
দুই চক্ষে ধারা বহে না অমনি ?
তাই আজ গোরা ধরিয়া চরণে ;
স্নেহ ময়ি ! বলে কতই কাঁদিলা।

(১৬)

কেঁদনা লেখনি ! বল রে সবারে
শচী মাতা তাঁরে কি কথা বলিল
বুঝি কটু কথা বলিলেন মাতা ?
না—না ! সেই মুখ রুক্ষ রুক্ষ কথা
কখনো জানে না ;—কেবল কাঁদিল।
পুত্র-মুখ খানি হৃদয়েতে ধরে,
কাঁদিলেন মাতা স্নধু আর্ত্তস্বরে,
শান্তিপুর যেন কাঁদিয়া উঠিল ;
আহা মার মুখ ভাসে অশ্রুধারে।

(১৭)

বাবা রে আমার প্রাণের নিমাই !
অভাগী শচীর প্রাণের রতন !
সোণার শরীরে কেন এ প্রকারে
মাখায়েছ ছাই ? বল আমি কিরে
কোন অপরাধ করিছি কখন ?
যদি করে থাকি পাগলিনী বলে
প্রাণের নিমাই ! সব যাও ভুলে !
দয়ার ঠাকুর বলে সর্ব্ব জন,
মার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই !

(১৮)

সে সুন্দর কেশ কেটে কোন প্রাণে,
মুড়ায়েছ মাথা ভিখারীর মত ?
তোর কি জননী মরেছে এখনি !
তাই এই দশা করেছ বাছনি ?
আজো মরি নাই, আরো কষ্ট কত
না জানি যে আছে এ পোড়া কপালে !
এক মাত্র ধন তাও গেল ফেলে,
বল্‌রে নিমাই তোর মার মত
জনম দুখিনী আছে কোন্ স্থানে ?

(১৯)

পাগলিনী হয়ে কভু বা জননী
চাঁদমুখ তুলে দেখেন কাঁদিয়ে,
ভাসি অশ্রুনীরে কভু ধীরে ধীরে

আশীর্ব্বাদ হস্ত বুলান শরীরে ;
কি করেন তারে পান না ভাবিয়ে।
এ দৃশ্যের মত কি সুন্দর আছে ?
কোন্ ছবি লাগে এ ছবির কাছে ?
বর্ণিব কি, চক্ষু গেল যে ভাসিয়ে,
শোকে অভিভূত চলে না লেখনী।

(২০)

বলেন চৈতন্য ওমা উন্মাদিনী !
আর কেন মায়া আমার উপরে !
তব অপরাধে, মনের বিষাদে,
লইনি সন্ন্যাস ; সদা প্রাণ কাঁদে
জগতের দীন দুঃখীদের তরে,
তাই মা ছেড়েছি সাধের সংসার,
তাই মা নিমাই সন্ন্যাসী তোমার,
প্রাণ যদি যায় পাপীদের তরে,
যাক্ আশীর্ব্বাদ কর মা জননি !

(২১)

পাপীদের তরে কাঁদিয়াছে প্রাণ,
পাপীয়সী মার কি হবে উপায় ?
কি পেয়েছ হরি ভিখারিণী করি
ফেলে গেলি একা কিসে প্রাণ ধরি ?
এ মন্ত্র সাধনা কে দিল তোমায় ?
ধনে পুত্রে পূর্ণ যাহাদের ঘর,
তাহারা যে পারে ধরিতে অন্তর ;

সবে ধন তুই শচীর ধরায়,
তোরে জগতে রে কিসে করি দান!

(২২)

স্নেহময়ি! নয় সন্ন্যাসীর কাজ,
থাকে জন্মভূমে, আপনার ঘরে,
পারি না যাইতে আর কোন মতে
দেখিবেন হরি সতত তোমারে।
ধন্য গর্ত্ত তব যদি হরি পাই,
সে আশে সন্ন্যাসী তোমার নিমাই।
ফিরে যাও মাতা প্রসন্ন অন্তরে,
ফিরে যাও পুন কুটুম্ব-সমাজ।

(২৩)

এত বলি শচী পুত্র ধনে লয়ে,
অন্তঃপুরে গেলা, যেথা বিষ্ণু-প্রিয়া
লজ্জাবগুণ্ঠনে, বিনত বদনে,
দাঁড়ায়ে কাঁদিছে, ধারা দুনয়নে।
উতরিলা গোরা; গলে বস্ত্র দিয়া,
পতিব্রতা সতী প্রণমে চরণে;
বলেন চৈতন্য 'তোমার কারণে
প্রিয় বিষ্ণু-প্রিয়া! সদা কাঁদে হিয়া
তোমার জীবন গেল বৃথা হয়ে।

(২৪)

কি করিবে বল চিরব্রত ধরে
থাকলো সুন্দরি! যখনি হৃদয়ে

বিষাদের ভার, উঠিবে তোমার
মোর এই ব্রত ভেব একবার ;
স্বামী যার থাকে হরিনাম লয়ে,
'তার ভাগ্য হেন কার ভাগ্য আছে ?
তাই লো বিদায় মাগি তব কাছে,
কৃতার্থ হয়েছি তোমার প্রণয়ে,
রহিলাম ঋণী সে ধনের তরে।'

(২৫)

শুনিতে শুনিতে ফুলিতে লাগিল ;
বিষ্ণু-প্রিয়া আজ হলো পাগলিনী ;
'কেঁদনা কেঁদনা আর কাঁদাইওনা
ধর ধৈর্য্য ধর প্রাণের ললনা !
যে সকল আশা ছিল প্রণয়িনি !
বিস্মৃতি সাগরে বিসর্জ্জন করে,
জননীর সেবা কর গিয়ে ঘরে ;
পতিব্রতা সতী তুমিলো কামিনি !
চৈতন্যের নাম তোমাতে রহিল।'

(১৬)

পাইয়া বিদায় পুন গোরা যায়,
টল মল বঙ্গ প্রেমেতে ভাসায় ;
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র-বধূ সাথে
পুন শচী মাতা গেলা নদীয়ায়।

ফুল।

(নির্জ্জন উদ্যানে লিখিত)

(১)

সুন্দর কুসুম! এ ঘোর নির্জ্জনে,
ঘন-পত্রাবৃত নিজ সিংহাসনে,
নিজ মনে হাস আনন্দেতে ভাস;
তোমার তুলনা করি কার সনে?
এমন সুচারু এমন কোমল,
এমন পবিত্র এমন উজ্জ্বল,
লাবণ্যে গঠিত, নির্জ্জনে চিত্রিত,
কি পদার্থ আছে এ পাপ ভুবনে?

(২)

কোমল প্রফুল্ল বদনে তোমার,
কি সুন্দর মাখা নিশার নীহার!
একে ত কোমল, তাতে হিমজল,
যেন ঢল ঢল লাবণ্যের ভার!
নিরখি, নিরখি, যেন ডুবে যাই
ওরে প্রিয় ফুল! তুলনা ত নাই;
কি তুলনা দিব, মিছা কি বর্ণিব,
অতুলন তুমি বলেছে সংসার!

(৩)

নবীন যৌবনে নব প্রস্ফুটিত,
সারল্য, বিনয়, আনন্দে জড়িত,

নারীর বদন সুন্দর কেমন ! !
তার সঙ্গে কিরে করিব তুলিত ?
জগতের শোভা রমণীর মুখ,
তাতেও জীবের হরে শত দুখ,
সকল হৃদয়ে সকল সময়ে
কিন্তু হেন ভাব হয় না উদিত !

(৪)

যেরূপ নির্জ্জনে দূর লোকালয়ে
তরু-পত্রাবৃত কুটীর-হৃদয়ে,
সতী পতিপ্রাণা, গৃহস্থ ললনা
থাকে একাকিনী কুল-ধর্ম্ম লয়ে।
তার যে সতীত্ব দেব প্রশংসিত,
তুচ্ছ রূপ-শোভা যেখানে নিন্দিত,
অসাধুর দৃষ্টি হলাহল বৃষ্টি
করে না ; সে আছে তব সম হয়ে।

(৫)

অথবা সুন্দর শিশু সুকুমার,
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠে যে প্রকার,
প্রফুল্ল কোমল মুখে স্বেদজল,
ঠিক যেন এই নিশার নীহার।
নিষ্কলঙ্ক মুখে নিষ্কলঙ্ক হাসি,
এমনি দেখিতে বড় ভালবাসি ;
তবে প্রিয় ফুল ! যদিও অতুল
তার সনে করি তুলনা তোমার।

(৬)

অথবা নির্জ্জন পল্লীতে যেমন
লুকাইয়া থাকে সাধু কোন জন,
তাঁর যে চরিত্র, উজ্জ্বল পবিত্র,
নিজে প্রকাশিত, জানে না ভুবন !
আপন পল্লীতে আপনার ঘরে,
নিজের সৌরভে আমোদিত করে ,
সেই অজ্ঞানিত চরিত্র সহিত
হও রে তুলিত হেন লয় মন।

(৭)

কোথা দিনমণি সুদূর গগণে,
কোথা তুমি ফুল সহস্র যোজনে !
কিন্তু রে উষার না হতে সঞ্চার,
ফুটিয়া উঠিলে আনন্দিত মনে ;
দিবাকরে দেখি হইলে পাগল,
ঢল ঢল রূপে, আনন্দে বিহ্বল,
কতই হাসিছ হেলিছ দুলিছ,
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুলি দিবাকর পানে।

(৮)

কোথায় অগম্য অপার ঈশ্বর,
কোথা ক্ষুদ্রজীব হীনমতি নর !
কিন্তু রে গগণে, দেখে সে তপনে
হয় প্রস্ফুটিত জীবেরো অন্তর ;

প্রাণ-পদ্ম ফুটে তারো দলে দলে ;
তারো তনু সিক্ত প্রেম-ভক্তি-জলে ;
এ পাপ ভুবনে সেই জীব সনে
হওরে তুলিত কুসুম সুন্দর !

(৯)

তুমি ক্ষুদ্র চক্ষে দিবাকর পানে
যে ভাবে চাহিয়া আছ এক মনে,
নিজ ক্ষুদ্র আঁখি, তাঁর চক্ষে রাখি
জীবাত্মা মগন থাকে যোগধ্যানে ;
চক্ষে চক্ষে উঠে প্রেমের লহরী ;
এ পাপ সংসার যায় রে পাশরি ;
সব আশা ফুটে, কি সৌরভ ছুটে
কার সাধ্য তাহা বর্ণেতে বাখানে ।

(১০)

তোমার আদর করে সর্ব্বজনে,
সুসভ্য অসভ্য সকল ভুবনে ;
ব্যাধের যুবতী, সরল প্রকৃতি,
তোমারে তুলিয়া, পরম যতনে
গাঁথিয়া কোমল সুচিকণ হার
সোহাগে হৃদয়ে পরে আপনার ;
তুমি প্রিয় ফুল ! কর্ণে হও দুল
সব অলঙ্কার তুমি তার সনে ।

(১১)

সুসভ্য ইংরাজ পাইলে তোমারে,
এখনি সাজাবে তুলি থরে থরে,
প্রণয়িনী-পাশে লইয়া উল্লাসে
দিবে বসাইয়া হৃদয়-উপরে,
বঙ্গবালা পেলে পরিবে যতনে,
সুনীল সুন্দর কবরী-বন্ধনে,
বসাবে পুলকে দোলাবে অলকে,
দেখাবে হাসিয়া নিজ প্রাণেশ্বরে !

(১২)

কিন্তু রে কুসুম ! আর্য্য-সুত গণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে।
ঠিক্ ব্যবহার সেই রে তোমার
সেই রে সঙ্গতি ভাবি মনে মনে
এমন পবিত্র এমন কোমল
দেব-পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল ?
তোমার মহিমা মানব জানে না
তব গুণ-গ্রাহী শুধু দেব গণে।

পরিত্যক্তা রমণী।

সময়—নিশীথ।

সমীপে—নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ।

নবপ্রসূতা কুমারী শয়ানা।

(১)

অভাগীর কেউ নাই! কার কাছে কাঁদিব?
এসব দুঃখের কথা কার কাছে বলিব?
তাই বলি বিভাবরি!
অভাগীকে কৃপা করি
আঁধার-অঞ্চলে ঢাকো, প্রাণ ভোরে কাঁদিব;
তোমারি নিকটে সখি! অশ্রুজলে ভাসিব।

(২)

কত শত অশ্রু তুমি রেখেছ ত ঢাকিয়া,
সহস্র নিঃশ্বাস যায় বায়ু সনে বহিয়া।
মোর অশ্রু সেই সনে,
রাখ সখি! সংগোপনে;
জুড়াই তাপিত প্রাণ প্রাণ ভোরে কাঁদিয়া;
তোমার অঞ্চল যাক্ অশ্রুজলে ভিজিয়া।

(৩)

অয়ি! সুখময়ি নিশি! তারা-হার পরিয়া,
বসুধার সিংহাসনে রহেছ ত বসিয়া!

চেয়ে দেখ পদতলে,
পড়ে লতা ভাসে জলে,
তুলে লও প্রাণ-ফুল, দয়া করে ছিঁড়িয়া,
নিরমল ফুল থাক্ তারা সনে মিশিয়া।

(৪)

অথবা পার লো যদি হাহাকার বহিতে,
অভাগীর হাহাকার লও তথা ত্বরিতে,
যথা সেই নিরদয়,
ঘুমাইছে এ সময় ;
যাও তথা হাহাকারে নিদ্রাভঙ্গ করিতে,
নিদ্রাভঙ্গে অভাগীর দুঃখ-কথা কহিতে।

(৫)

অভাগীর হাহাকারে যেই আঁখি মেলিবে,
অমনি রজনি ! তুমি ধীর স্বরে বলিবে,
'ঘুমাও, এরবে কেন
নয়ন মেলিলে হেন ?
অবলার হাহাকার কেন বৃথা শুনিবে ?
ঘুমাও, কাঁদুক তারা, চিরকাল কাঁদিবে।'

(৬)

রে দীপ ! তোমার তৈল ফুরাইয়া আসিছে,
তাই মরি শিখা তব নিবু নিবু করিছে ;
আশা-তৈল পাসরার
বিন্দুমাত্র নাহি আর,

তবু কেন প্রাণ-শিখা এতক্ষণ জ্বলিছে ?
দুর্ব্বল হৃদয়-বাতি হুহু করে পুড়িছে ?

(৭)

পুড়িতে পুড়িতে শেষ অবশ্যই হইবে ;
তখন এ পাপ শিখা একেবারে নিবিবে।
হাহাকার, অশ্রুজল,
ঘুচে যাবে এ সকল ;
নির্দ্দয় পতির আশ সেই দিন মিটিবে,
সেই দিন কমলের শত-দল ফুটিবে।

(৮)

বিপন্নের বন্ধু তুমি চিরদিন ঘোষণা,
তবে কেন মৃত্যু ! আজ অভাগীরে লও না ?
নারী-প্রাণে কত সয়
তাই যদি দেখা হয়,
যথেষ্ট হয়েছে ! সত্য, আর প্রাণে সয় না,
ফেটে মরি পুড়ে মরি সত্য আর সয় না।

(৯)

একা ছিনু, ছিনু ভাল, একাকিনী পড়িয়া
কাঁদিতাম এ বিজনে অশ্রুজলে ভাসিয়া ;
কত কষ্ট আছে ভালে,
কেন এলি হেন কালে ?
নিজে মরি, তোমাকে লো কি করিব লইয়া ?
যাই যদি কার কাছে যাইব লো রাখিয়া ?

(১০)

তোমারি মায়ায় প্রাণ আর যেতে চায় না,
অনল কি বিষ-পানে আর মন ধায় না।
এ হেন জ্বালায় মোরে
চিরদিন রাখিবারে,
এলে কি রে? একি কাণ্ড যে তোমারে চায় না,
তারি ঘরে এলে তুমি! অন্যে সেধে পায় না।

(১১)

এখনো নিতান্ত শিশু কিছু তুমি জান না,
সর্ব্বনেশে মা মা, কথা বলিতে ত পার না।
'কেন মা কাঁদিস' বলে
জিজ্ঞাসিবে বড় হলে,
কি উত্তর দিব তার?—প্রাণে তাত সবে না।
কাঁদিবে আমার সনে তাও প্রাণে সবে না।

(১২)

স্বর্গের বিহঙ্গ! তুমি নিজ পক্ষ ধরিয়া,
অতএব এই বেলা শীঘ্র যাও উড়িয়া।
চির দিন কাঁদিবারে,
কেন এলে কারাগারে?
মায়ের দুর্দ্দশা দেখে উপদেশ লইয়া,
নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি! যাও সানে সানে উড়িয়া।

(১৩)

জন্মেছি কাঁদিতে আমি মরিব ত কাঁদিয়া,
পড়ে আছি, পড়ে থাকি তুমি যাও চলিয়া;

এই বেলা যাও তবে ;
মা বলে ডাকিবে যবে,
নারিব বিদায় দিতে এইরূপ করিয়া,
দোঁহারে পুড়িতে হবে মায়া জালে পড়িয়া।

(১৪)

যাইবার কালে তুমি সেই পথে যাইবে,
তাহাকে নিদ্রিত তথা দেখিবারে পাইবে,
ধীরে বসি পদতলে,
প্রথমেতে বাবা বলে,
মধুস্বরে ধীরে ধীরে তিন বার ডাকিবে ;
সম্বোধিয়া তিনবার শেষে চুপ করিবে।

(১৫)

তাতে আঁখি নাহি মেলে—পদতলে বসিয়া
'হে নির্দ্দয় ! জাগো' বলে—জাগাইবে ডাকিয়া ;
তবু যদি নাহি চায়,
তখনি ছাড়িবে তায়,
'নারী-হত্যা-পাতকিন্ ! জাগো জাগো !' বলিয়া
গগণ-বিদারি-স্বরে বলিবে লো ডাকিয়া।

(১৬)

জাগিলে বলিবে 'কেন এনেছিলে আমারে,
সেই অভাগীর সনে ভাসাইতে পাথারে ?
যাই আমি হে কঠিন !
সুখে থাকো চিরদিন,
এই আশীর্ব্বাদ সে যে করিয়াছে তোমারে,
বলে গেনু, কর তুমি যাহা হয় বিচারে।'

পবিত্র বিহঙ্গ! তুমি এই কথা বলিয়া,
নিরমল পাখা ছুটী গগণেতে তুলিয়া,
বিধুমুখে মৃদু হেঁসে
উড়ে যেও নিজ দেশে,
তুমি গেলে, পিছু পিছু আমি যাব ছুটিয়া,
কমলের শতদল শোভা পাবে ফুটিয়া।

ভৎর্সনা।

রাবণের প্রতি সীতা।
স্থান—অশোকবন।

একে তুই লঙ্কা সাগর-দুহিতে!
রূপে অতুলিত সুরেন্দ্র-বাঞ্ছিতে!
তাহে পূর্ণ শশী, সুষমা প্রকাশি,
গগণে উদিত তোরে হাসাইতে,
সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে তোরে ভাসাইতে!

সুনীল বিস্তৃত জলধি-তরঙ্গে,
সুবর্ণ মণ্ডিত সে পুরীর অঙ্গে;
ঢালি সুধা রাশি, শশী যায় ভাসি
মত্ত রক্ষপতি প্রণয়-প্রসঙ্গে।
বিহরে উদ্যানে প্রণয়িনী-সঙ্গে।

মদে মাতোয়ারা, ভাবে ঢল ঢল,
চঞ্চল চরণ, হৃদয় চঞ্চল,
বলে ;—'এই ক্ষণে অশোক কাননে
গিয়ে দেখি সীতা ধরে কত বল,
যায় যাবে লঙ্কা যাক্ রসাতল।'

বলি উঠে ধায় ;—রাণী মন্দোদরী
কাঁদিয়া নিবারে পদযুগে ধরি ;
বলে,—'ক্ষমাকর, শোন প্রাণেশ্বর !
বড় পতিব্রতা রামের সুন্দরী ;
যেওনা যেওনা অনুরোধ করি।'

ছোটে দশানন ; ছোটে সঙ্গী যত ;
হেথা তরুতলে, ভিখারিণী মত,
মলিন বসনা, মলিন বদনা,
শ্রীরাম ললনা বসি অবিরত
নয়নের নীরে ভাসিছেন কত !

জনকের প্রিয় প্রাণের দুহিতা,
রঘু-কুলবধূ শ্রীরাম বনিতা,
চীর মাত্র পরে, মরমেতে মরে,
গুণ গুণ স্বরে কাঁদিছেন সীতা ;
অশোক-কাননে শোকে অভিভূতা।

হেন কালে আসি যমের সমান,
দাঁড়াল সম্মুখে ! অবলার প্রাণ

কিরূপ হইল, রাণী তা বুঝিল;
কঠিন পুরুষ কি জানে সন্ধান?
জনক-নন্দিনী ভয়ে কম্পমান।

ভয়ে কাঁপে আজ শ্রীরাম-রমণী,
ব্যাধ-হস্তে যথা কাঁপে কুরঙ্গিণী,
সে প্রাণের ভাষা, সে ঘোর নিরাশা,
কে পারে বর্ণিতে? দুর্ব্বল লেখনী
পারে না চিত্রিতে সে ঘোর কাহিনী!

সীতার দুর্দ্দশা দেখিয়া রাণীর
দুটী পদ্ম-চক্ষে বহে দুটী নীর;
মুছিয়া অঞ্চলে সকাতরে বলে,
'মার যদি মার আর অভাগীর,
এ যাতনা কেন দেখ রক্ষোবীর!'

রাবণ হাসিয়া বলে 'শুন ধনি!
এখনো ভদ্রতা করি লো স্বজনি!
এখনো সুমতি হইয়ে যুবতি,
ভজোলো আমারে; সহস্র রঙ্গিণী
দেখ ভজে মোরে দিবস রজনী!

আমি রক্ষঃপতি, এই লঙ্কা মোর
সৌন্দর্য্য-ভূষিতা! কোথা ধনি তোর
রাম ক্ষুদ্র নর! বুঝায়ে অন্তর
ভজলো আমারে,—এ যাতনা ঘোর
পাইতে হবে না, এহেন কঠোর।'

'ছি ছি মহারাজ !'—বলে মন্দোদরী
'বলোনা বলোনা, শ্রীরাম সুন্দরী
পতিব্রতা সতী, ওহে রক্ষ-পতি !
সতী অভিশাপে দগ্ধ হবে পুরী ;
দিবে স্বর্ণ-লঙ্কা ছার খার করি'

রাবণ হাসিয়া ধরিবারে চায়,
পথ আগুলিয়া মহিষী দাঁড়ায় ;
'ছুঁ'ওঁনা ছুঁওঁনা পরের ললনা'
বলে রাণী ধরে বার বার পায় ;
সবলে রাবণ ছাড়াইয়া যায় !

ধরিবারে যায় ; সিংহীর সমান,
উঠিল গর্জ্জিয়া জানকীর প্রাণ ;
বলে 'দুরাচার ! কি সাধ্য তোমার;
আমার শরীরে কর হস্ত দান !
দাঁড়াও লম্পট ! এ নহে বিধান।

'ওরে মূর্খ ! ওরে ধৃষ্ট ! ওরে জীবাধম,
কে আছে পাষণ্ড বল তোর সম ?
চৌর্য্য বৃত্তি করে, পর নারী হরে
এনে, কাপুরুষ ! আবার বিক্রম !
দাঁড়াও বর্ব্বর ! নারকী অধম।

জনম দুখিনী জনক-নন্দিনী,
তাতে কিবা ভয় ওরে দুরাশয় !
মারিস্, মরিব না হয় প্রাণে।

কখন ভেবনা　স্বপনে দেখনা,
জীবন থাকিতে এই পৃথিবীতে
　চাহিবে জানকী তোমার পানে।

'হোন্ ক্ষুদ্র নর　মোর প্রাণেশ্বর,
হোন্ বনবাসী,　হোন্ বা সন্যাসী,
　সীতা চির দিন তাঁহারি দাসী,
তাঁহারি কারণে　এসেছিনু বনে,
তাঁহারি কারণে　বেঁচে আছি প্রাণে,
　নতুবা যে গলে দিতাম ফাঁসি'।

'শোন্‌রে বর্ব্বর !—মোর প্রাণেশ্বর,
ধর্ম্ম অবতার ;　চরণে তাঁহার
　দশ মুণ্ড তোর বিকায়ে যায় !
তুই যে লম্পট,　পাষণ্ড কপট,
ধর্ম্মের মহিমা অচিন্ত অসীমা
　কি জানিস্ ?　কিসে বুঝিবি　তাঁয় ?

'পর-নারী হরে. নিত্য আন ঘরে
কাল ভুজঙ্গিনী জনক-নন্দিনী
　এবারে এনেছ মরিবে বলে ;
শ্রীরামের বাণে ভেবেছ কি প্রাণে
বাঁচিয়া ফিরিবে ?　ভাব কি থাকিবে
　এক প্রাণী আর তোমার কুলে ?'

কুলকন্যা যত হয়েছ নিয়ত,
তাদের নিশ্বাসে, প্রাণের হুতাশে
আজ্ দাবানল জ্বলেছে দেখ।
আর রক্ষা নাই, লঙ্কা হবে ছাই,
তুমি ভস্ম হবে, সবংশে মরিবে,
এই কথা গুলি জানিয়া রেখ।

এই মন্দোদরী পরমা সুন্দরী
গৃহ-লক্ষ্মী মত, সঙ্গে অবিরত—
নির্লজ্জ পুরুষ! ইহারি সম্মুখে,
কিরূপে আমারে চাহ ধরিবারে,
যদি থাকে মান ত্যজ গিয়ে প্রাণ
চুর্ণ কালি দাও ও পাপ মুখে।

পশু জন্ম লয়ে, আছ পশু হয়ে,
এ নারীর মর্ম্ম বোঝা তব কর্ম্ম
নয়রে বর্ব্বর! সতীর প্রেম
কেমন সুন্দর, ও পাপ অন্তর
কেমনে বুঝিবে? কপি কি চিনিবে
সংসারে কিরূপ পদার্থ হেম?"

শুনিয়া রাবণ জ্বলিয়া উঠিল;
আপদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল!
কাট্ কাট্ বলে, ধায় খড়্গ তুলে,
রাণী মন্দোদরী পথ আগুলিল।

ওদিকে বাজিল সমর বাজনা ;
বালবৃদ্ধ আদি জাগে সর্ব্ব জনা ;
সাগর তরিয়া শ্রীরাম আসিয়া,
উত্তর দুয়ারে দিতেছেন থানা।

কাঁপিল রাবণ ;—গেল রসাভাস ;
হৃদয়-কন্দরে উপজিল ত্রাস!
ভাবিতে ভাবিতে মন্দোদরী সাথে,
ভবনে ফিরিল ;—সীতার উল্লাস!

মার্জ্জনা।

—:০:—

রামের প্রতি রাবণ।

(রামায়ণের অনুকরণ)

প্রহারের যাতনায় প্রাণ যায় যায় প্রায়,
ভূমে পড়ে লুটিছে রাবণ।
আপাসিছে কুড়ি হাত, যেন হিমালয় পাত!
দাপটেতে কম্পিত ভুবন।
ইন্দ্র যম আদি করে বাঁধা সদা যার ঘরে
ছয় ঋতু খাটে বার মাস।
সমীরণ ভয়ে ভয়ে চলে মৃদুগতি হয়ে,
দেব যক্ষ লক্ষ যার দাস।

আজ সেই মহারাজা যেন রবি হীনতেজা
ভূমে পড়ে ধূলাতে লুটায়।
সঙ্গে শত সহচরী মহারাণী মন্দোদরী
পাশে পড়ে অচেতন-প্রায়।
স্বর্ণ লঙ্কা অন্ধকার, সবে করে হাহাকার,
কাঁদিতেছে যে আছে যেখানে।
মরেছে পুরুষ যত বিধবারা শত শত
কাঁদিতেছে মিলে স্থানে স্থানে।
হেথা দেব রঘুমণি রাবণ মরিল গণি
বসিলেন বিষণ্ণ হইয়ে।
মহাবীর হনূমান মন্ত্রিবর জাম্ববান্
আদি সবে আইল ধাইয়ে।
এসে দেখে রঘুরায় বসি স্তম্ভিতের প্রায়
বিষাদেতে মলিন বদন।
বাম করে রাখি শির এক দৃষ্টে ভাবে বীর
যেন ঘোর দুঃখেতে মগন।
সবাই দাঁড়ায়ে পাশে, হঠাৎ সমীপে আসে
হেন সাধ্য কারো নাহি হয়।
ইঙ্গিতেতে কোলাহল ছাড়িয়া বানর দল
দাঁড়াইল হইয়া সভয়।
অবশেষে কিছু পর লক্ষ্মণ যুড়িয়া কর
আগে গিয়া করিলা প্রণাম।
এস ভাইরে লক্ষ্মণ! এস করি আলিঙ্গন
বলি কোলে করিলা শ্রীরাম।

একে একে কপিগণে প্রণমিল শ্রীচরণে
সকলেই দিলা আলিঙ্গন।
পদধূলি লয়ে শিরে বসিলা চৌদিকে ঘিরে
ভয়ে সবে মুদিত বদন।
কত ক্ষণে রঘুবর ধরি লক্ষ্মণের কর
বলিলেন লক্ষ্মণ রে ভাই।
মহাবীর লঙ্কাপতি তাঁর আজ কি দুর্গতি
বসে আমি ভাবিতেছি তাই।
এত সব আয়োজন করিলাম যে কারণ
সে কামনা পূরিল আমার।
সাগর তো বাঁধা হলো শত্রুরা সবংশে মলো
জানকীর হইল উদ্ধার।
রাবণের মত ভাই কিন্তু আর বীর নাই
বীর-শূন্য ধরণী হইল।
লঙ্কার গৌরব যত আজি হতে হলো হত
সব সুখ আজ ফুরাইল।
যদিও রাবণ মোর শত্রুতা করেছে ঘোর
তবু আজ কাঁদিছে পরাণ।
ইচ্ছা হয় একবার দেখি গিয়ে কি প্রকার
পড়ে বীর পর্ব্বত সমান।
ইচ্ছা হয় কাছে গিয়ে প্রেম আলিঙ্গন দিয়ে
অবসানে করি রে সান্ত্বনা।
ইচ্ছা হয় নিজ করে তাহারে শুশ্রূষা করে
ঘুচাইগে প্রহার যাতনা।

বলিতে বলিতে রায় চলিলেন পায় পায়
বানরেরা চলে মৃদুগতি।
ক্রমে আসি উপনীত যুড়ি নেত্র নিমীলিত
করে যেথা পড়ে লঙ্কাপতি।
চেড়ীরা বলিল কাণে চাহি শ্রীরামের পানে
মন্দোদরী কাঁদিতে লাগিল।
শত শত সহচরী কাঁদে অধোমুখ করি
শোকে যেন তরঙ্গ উঠিল।
হেরিয়ে তাদের মুখ রামের বিদরে বুক
দুঃখিত কুণ্ঠিত অতিশয়।
কমল নয়ন দিয়া পড়ে অশ্রু গড়াইয়া
বিষাদেতে পূরিল হৃদয়।
কাঁদিছেন রঘুপতি হেনকালে লঙ্কাপতি
মূর্চ্ছা-ভঙ্গে মেলিল নয়ন।
নব-জলধর-শ্যাম সমীপে দেখিলা রাম
শান্ত-মূর্ত্তি কমল-লোচন।
দৃষ্টি মাত্রে যুড়ি কর প্রণমিলা বীরবর
শ্রীরামের যুগল চরণে।
বিষাদে পূরিল প্রাণ বদন হইল ম্লান
ধারা বহে বিংশতি নয়নে।
রাজা বলে রঘুবর এই দেখ যুড়ি কর
তব পদে মাগি হে মার্জ্জনা।
আপন কুকর্ম্ম-ফলে গেনু আমি রসাতলে
নিজ দোষে এত বিড়ম্বনা।

তব নারী লক্ষ্মী সতী অত্যাচার তাঁর প্রতি
কভু তাহা ধর্ম্মে না কি সয় ?
তাই এত পরিবার এক প্রাণী নাহি তার
স্বর্ণ লঙ্কা হলো শূন্যময়।
সতীর চক্ষের জল যেথা পড়ে, সেই স্থল
উড়ে পুড়ে যায় সেইক্ষণে।
শুনে কভু মানি নাই আজ্ দেখিলাম তাই
সত্য আজ্ বুঝিলাম মনে।
নিজ বল অহঙ্কারে ভাবিতাম এ সংসারে
অধর্ম্মের হবে বুঝি জয়।
কিন্তু আজি সেই ঘোর স্বপন ভাঙ্গিল মোর
আজ জ্ঞান হইল উদয়।
যা হবার হলো তাহা, তোমার কর্ত্তব্য যাহা
করিলে ত বনিতার তরে।
আপন বনিতা লয়ে যাও তুমি সুখী হয়ে
সুখে রাজ্য কর গিয়া ঘরে।
বলো বলো জানকীরে যেন তিনি এ পাপীরে
নিজ গুণে করেন মার্জ্জনা।
যে কষ্ট করেছি দান সব যেন ভুলে যান
এই মাত্র শেষের প্রার্থনা !
বলিতে বলিতে হায় ! চৈতন্য মিলায়ে যায়
ওই আঁখি মুদিল রাবণ।
সবে করে হাহাকার ফেটে যায় ত্রিসংসার
কাঁদিছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ !

মোহিনী।

সন্ধ্যা হলো জনস্রোত বিপুল কল্লোলে
গৃহ মুখে হয় অগ্রসর।
হেনকালে নারী এক, তরুবর কোলে,
বসি গায় তুলিয়া সুস্বর!

বসন্তে গিয়াছে চক্ষু, শত দাগ মুখে,
কণ্ঠে শুধু সুমিষ্ট লহরী;
তাই লয়ে রাজপথে বসি মনোদুখে
গাইতেছে মধু বৃষ্টি করি।

রূপ হত, বয়োগত তবু কি লাগিয়া,
যে দেখিছে সেই দাঁড়াইছে;
যে দাঁড়ায় সেই যেন যাইছে ডুবিয়া,
ক্রমে নেত্রে সলিল বহিছে।

প্রথমে আসিল এক ভারবাহী জন,
দাঁড়ায়ে সে শুনিতে লাগিল;
ঝাঁকা পৃষ্ঠে এক দৃষ্টে আনন্দে মগন,
সর্ব্বেন্দ্রিয় সে রসে ডুবিল।

তার শ্রম, তার কষ্ট, তার অনাহার,
কোথা আজ! আজ রাজপথে
দেহ তার, প্রাণ কিন্তু গগণে বিহার
করে যেন কল্পনার রথে।

দ্বিতীয়ে আসিল এক বৃদ্ধ সূত্রধর,
শ্রম অন্তে ক্লান্ত দেহ মন ;
অস্ত্র পৃষ্ঠে এক দৃষ্টে তাহারো অন্তর
সেই সুখ-সিন্ধুতে মগন।

যে ধনের লাগি মরে এ বৃদ্ধ বয়সে,
সেই ধন মনে নাহি তার !
মন প্রাণ সিক্ত যেন সে অমৃত রসে,
অন্তরাত্মা দিতেছে সাঁতার।

তৃতীয়ে জমিল আসি কোন কর্ম্মকার
স্বিন্ন তনু কৃষ্ণবর্ণ কায় !
সেই যাদু মন্ত্রে শক্তি হরে নিল তার
পদদ্বয় উঠিতে না চায় !

কি হতে কি হলো যেন, যেন কেহ আসি
প্রাণ বীণা বাজায় তাহার !
কেহ যেন কাঁপাইয়ে প্রাণে সুখ রাশি,
বহাইছে নেত্রে অশ্রুধার !

পঞ্চমে কেরাণী-ত্রয় হাসিতে হাসিতে
সমাগত ; কোথা যাবে আর।
কেহ যেন পুতে দিল পাদুটী ভূমিতে
প্রাণ কটী কাড়িল সবার।

ষষ্ঠেতে আসিল দুই বার বিলাসিনী
হেলে দুলে উড়ায়ে অঞ্চল ;

হাব ভাব কে হরিল, দাঁড়ায়ে কামিনী
চারি নেত্রে শুধু বহে জল।

সপ্তমেতে বাবুদ্বয় সমীর সেবিতে
বাহিরিয়া বিপত্তি ঘটিল;
বাক্য হরি বোবা করি আনি এক ভিতে
কে দুজনে দাঁড় করাইল।

অষ্টমে থামিল গাড়ি, উতরিয়া ধনী
উঁকি মারে কি হয় বলিয়া;
যেই দেখা, হাত-ছাড়া প্রাণটী অমনি
শূন্যে যেন নিল উড়াইয়া।

মুটের স্কন্ধেতে হস্ত রাখি ধনিবর
দাঁড়াইল চিত্রার্পিত প্রায়;
ভৃত্য দুটী গাড়ি ছাড়ি উৎসুক অন্তর
প্রভু পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়।

চক্ষু নাই তবু সেই অন্ধ নেত্রদ্বয়ে,
অনুরাগে অশ্রু ঝরে তার;
মা যশোদা যজ্ঞদ্বারে ব্যাকুল হৃদয়ে
কি রূপেতে করে হাহাকার।

গাইছে রমণী আজ সেই সে কাহিনী
কাঁদে নিজে যশোদার দুঃখে;
কাণা, খোঁড়া, ধনী, ভৃত্য, বার-বিলাসিনী
আজ অশ্রু বহে শত মুখে।

যাদু মন্ত্রে হৃদি যন্ত্রে করিয়ে বিহ্বল
মায়া সম সে সঙ্গীত ধ্বনি,
প্রাণে পশি ভাব রাশি করিয়ে চঞ্চল
জ্ঞান বুদ্ধি ডুবায় তখনি।

সে সঙ্গীত, শৈশবের সুখ-চিন্তা মত,
বহে বহে আনে সুধা রাশি!
গোপনে প্রণয়ী-কর্ণে প্রেমভাষা মত
যত শুনি তত ভাল বাসি!

সে সঙ্গীত, শশাঙ্কের স্নিগ্ধ কান্তি মত,
প্রাণসিন্ধু সঘনে দোলায়;
হৃদি-বনে সমীরণ সম অবিরত
ভাব পুঞ্জে আনন্দে নাচায়।
সে সঙ্গীত, প্রণয়িনী প্রেম-চিন্তা হেন
আশা-বায়ু ভাবাব্ধি মিলনে,
তরঙ্গে তুলিয়া রঙ্গে কাঁপায় যেমন,
সেইরূপ নাচাইছে মনে।

সে সঙ্গীত, যোগীবর ব্রহ্মাস্বাদ সম,
ভাবে ভাবে উঠায় লহরী;
গভীর অস্ফুট সুখ দেয় নিরূপম,
ডোবে জীব আপনা পাসরি।

প্রাণে জড়াইয়া ধ্বনি হৃদয়ে মিশিয়া
শ্রুতি যুগে লাগিয়া থাকিছে;

সবলে হৃদয়-পিণ্ড ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
রসামৃতে মাখিয়া গড়িছে।

রাত্রি হলো, কণ্ঠস্বর সংবরে কামিনী—
পান্থজন পাইল চেতনা ;
কাণা খোঁড়া বাল বৃদ্ধ বার বিলাসিনী
গৃহে তবে ফিরে সর্ব্ব জনা।

ভীরু।

লজ্জাবগুণ্ঠনে কেন সুধাংশু বদন,
ঝাঁপ বোন! ভয় নাই, আমি লো সরলে,
ও পবিত্র মুখে তব, নীচের মতন
ফেলিবেনা পাপ-দৃষ্টি, চাও মন খুলে।

দগ্ধ হোক্ দৃষ্টি তার, পুড়ুক্ হৃদয়,
যার প্রাণে, প্রস্ফুটিত কুসুম-নিন্দিত
সুকোমল কান্তি তব পবিত্রতাময়
দেখে, নীচ পাপচিন্তা হয় লো উদিত।

ওই মুখে স্বর্গ-শোভা, সে চক্ষে নিরয়,
ওই নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভৎর্সনা ;
সতীত্ব উন্নত শৃঙ্গে তোমার আলয়,
কীট-সম ভূলুণ্ঠিত তাহার বাসনা।

শুন গো ললনে! প্রাতে বিহগী যেমতি
তরল তপনালোকে খেলে নিজ মনে,
কোথা ব্যাধ ধরা-পৃষ্ঠে! তুমি লো তেমতি
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সেজনে।

বালকে কুসুম তোলে, পণ্ডিতে তাহার
সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল,
ম্লান হয়, যায় শোভা, যায় গন্ধ ভার;
থাক বৃক্ষে; গন্ধে দেশ কর লো আকুল।

তুমি নারী, জান নাকি নারী এজগতে
এমরু জগতে যেন বটচ্ছায়া সমা;
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে,
গৃহলক্ষ্মী কুললক্ষ্মী নারী নিরুপমা।

কিন্তু বঙ্গে নারী-জন্ম বড় বিড়ম্বনা;
তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে,
বহে না ত ধারা বোন্! নারীর যাতনা
এ বঙ্গ-সংসারে দেখে কাঁদিলো নির্জ্জনে।

কে এত সহিষ্ণু বঙ্গ-বালার সমান!
বন-মৃগী সম ভীরু, লাজে নিমীলিতা,
প্রেমের কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্লিত প্রাণ,
সে কিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা?

দেখ বোন্! তোমা সম অনেক যুবতী
এই বঙ্গে পশুসম পুরুষে ভজিয়ে,

কাঁদিতেছে দিবারাতি ! প্রেমে পূজে সতী,
পতি সে পবিত্র প্রেম আনে বিকাইয়ে !

আরো কত বঙ্গবালা নিরাশ-সলিলে,
প্রেম-আশা বিসর্জ্জিয়ে বৈধব্য-আগারে
বসি কাঁদে; বল দেখি সে কথা স্মরিয়ে
এবঙ্গে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পারে ?

তুমি যার, তোমারো কি তিনিলো সুন্দরি !
আহা যেন তাই হয় ! হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রাণে প্রাণে মিশে সুখে বহুক্ লহরী,
প্রণয় আনন্দ শান্তি থাকুক্ আলয়ে।

বুঝেছ কি, কি পদার্থ প্রণয় জগতে ?
প্রাণে প্রাণে সদা কথা, প্রাণে প্রাণে লয়,
এক প্রাণ স্রোত যেন অন্য প্রাণে বয়,
ভাঙ্গে না ছেঁড়ে না প্রেম যেন কোনমতে।

প্রণয় সহিষ্ণু, প্রেম মধুরতাময়,
চক্ষের কজ্জ্বল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন,
প্রাণে সুধা-বিন্দু-সেক, প্রেম জ্যোতির্ম্ময়
বিষম বিপত্তি ঘোরে, নির্জ্জনে সজন।

প্রেমে ভীরু দুঃসাহসী, বোবারে বলায়,
নির্ব্বোধে সুবুদ্ধি করে, হাসায় দুঃখীরে,
ভুলায় আহার নিদ্রা, স্বার্থ দূরে যায়,
মজে প্রাণ করি স্নান সুধা-সিন্ধু-নীরে।

এ প্রণয়ে বাঁধা কান্ত আছে কি তোমার!
ভাল বেস, ভাল বাসা মিলিবে তখনি!
সমগ্র প্রাণটী ধরে দিও উপহার,
সমগ্র প্রাণটী হাতে পাইবে অমনি!

কবি আমি দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা,
এই মন্ত্র মনে রেখে করোলো সাধনা;
এই মন্ত্রে নিজ কান্তে করাইও দীক্ষা,
বিমল আনন্দ-স্রোতে ভাসিবে দুজনা।

বিদায়।

কি ঘোর বারতা আজ অযোধ্যা নগরে!
সহসা বিষাদ নিশা পশে ঘরে ঘরে।
যথা যায় তথা শোক, তথা হাহাকার,
আজ পুরজন কেন ফেলে অশ্রুধার!
কেন না কাঁদিবে? কাল নিশি পোহাইলে,
ভাসায়ে সবারে ঘোর বিষাদ সলিলে,
অকারণে যাবে বনে রাম গুণমণি;
তাই আজ ঘরে ঘরে এত আর্ত্তধ্বনি;
তাই আজ শত নেত্রে বহিতেছে বারি;
হা রাম! শ্রীরাম! রবে কাঁপিতেছে পুরী!
কিরূপে বর্ণিবে কবি অযোধ্যার দশা;
অস্ত গেছে ভানু; নিশা এসেছে তমসা।

ঢাকিতে সে শোকচ্ছবি ; রাজ অন্তপুরে
আজ যে জ্বলে না বাতি ; অন্ধকার ঘরে
পড়িয়া কাঁদিছে যত শ্রীরাম জননী ;
হা রাম ! শ্রীরাম ! আজ প্রতি মুখে ধ্বনি !
ভূলুণ্ঠিতা আজি মাতা কোশল-দুহিতা,
ক্ষণে জাগি, ক্ষণে পুণ হন নিমীলিতা ;
উরু পরে মাতৃশির রাখি রঘুপতি,
শুশ্রুষাতে ব্যস্ত আজ ! পার্শ্বে সীতা সতী
নীরবে ব্যজনে রত ; এক অশ্রু আসে,
না মুছিতে অন্য নীরে মুখ-চন্দ্র ভাসে !
সবে নিরুত্তর ;—শুধু জননি ! জননি !
মিষ্ট ভাষে নিরন্তর ডাকেন নৃমণি !
নেত্র না মেলেন, যেন ঘুমায়ে ঘুমায়ে
রাম রে ! বাবারে ! বলে উঠেন ডাকিয়ে !
ওদিকে লক্ষ্মণ বীর লইতে বিদায়,
চলিলা ঊর্ম্মিলা বসি কাঁদেন যথায় !
একান্তে পাইয়া কান্তে ঊর্ম্মিলা সুন্দরী,
কাঁদে আজ ; কাল প্রাতে না যেতে শর্ব্বরী,
অজিন বল্কল বাসে আবরি সে দেহ
ছাড়িয়ে যাইবে বীর সে অযোধ্যা গেহ।
তাইত ঊর্ম্মিলা আজ আকুল পরাণে
এত কাঁদে ; সমীপেতে চাহি ধরাপানে,
ধনু পৃষ্ঠে রাখি শির স্থির বীরবর,
বিন্দু বিন্দু পড়ে অশ্রু মেদিনী উপর।

ঊর্ম্মিলা বলেন ;—নাথ ! প্রসন্ন নয়নে
চেয়ে দেখ, কথা কও অভাগীর সনে।
হে বীর ! পাদপ তুমি, আমি তব লতা,
তুমি কায়া, আমি ছায়া ; নাথ তুমি যথা
দাসী তথা, চেয়ে দেখ ! বীর-চূড়ামণি !
কত অপরাধ দাসী করেছে আপনি
তব পদে, কিন্তু নাথ দিনেকের তরে
দেখি না বিরাগ ক্রোধ তোমার অন্তরে।
চির সুপ্রসন্ন মুখ, প্রণয়ে উজ্জ্বল,
উৎসাহ আনন্দে পূর্ণ নয়ন-যুগল।
আজি কেন সেই আঁখি আছ নামাইয়া,
আজি কেন দূরে নাথ থাক দাঁড়াইয়া ?
কি দারুণ কথা মোরে আজ প্রাণেশ্বর !
শুনাইলে ! আজ হতে শূন্য মোর ঘর !
বলিলে কি ক'রে বীর ? তোমা গত প্রাণ,
তুমি গতি ঊর্ম্মিলার ; বজ্রের সমান
এ বারতা তবে নাথ কিরূপে বলিলে ?
এতকাল কোলে করে যারে বাড়াইলে
আজি সে প্রণয়ে নাথ চরণে দলিয়া
কিরূপে যাইতে চাও একাকী ফেলিয়া ?
চল বনে আমি যাব, দিদি একাকিনী
যান কেন, আমি তাঁর হইব সঙ্গিনী।
রামচন্দ্র-পদ-সেবা ভাবিয়াছ সার,
হে নাথ গুরু ত তিনি তব ঊর্ম্মিলার,

চল বীর তাঁর সেবা করি তিন জনে,
বেড়াব পরম সুখে ভুধরে কাননে।
প্রাণ-কান্ত! তুমি পার্শ্বে থাকিলে আমার
পথ-শ্রম, মৃত্যু ভয়, অরণ্য অপার,
নাহি গণি। মুখ তোলো বিশাল নয়নে
ঊর্ম্মিলা-বল্লভ! চাও ঊর্ম্মিলার পানে!
বলিলা লক্ষ্মণ বীর, প্রাণের ঊর্ম্মিলে!
কেঁদনা প্রেয়সি আর! জানি গো সরলে
আমাগত প্রাণ তব, পড়ি এ ভবনে
অসহ্য বিরহ তুমি সহিবে কেমনে,
তাও জানি; কিন্তু প্রিয়ে কি করিবে বল
সয়ে থাক। কল্য প্রাতে বিবিধ মঙ্গল,
আনন্দ উৎসবে মগ্ন হবে এ নগরী,
শ্রীরামের অভিষেক! তা না প্রাণেশ্বরি!
নির্ব্বাসিত আজি রাম তস্কর সমান!
দেখিয়া সুস্থির আর থাকে কি লো প্রাণ!
প্রতিজ্ঞা করেছি তাই, আমি দাস হয়ে,
শ্রীরামের পদযুগ এ হৃদয়ে লয়ে,
যথা যান তথা যাব; আমি যোগাইব
পিপাসার জল তাঁর; চরণ সেবিব
শ্রান্ত হলে; ক্ষুধাকালে বন ফল আনি
আমি দিব; নিব আজ্ঞা পিতৃ-সম জানি।
প্রতিজ্ঞা করেছি তাই বল্কল বসন
পরিয়া সন্ন্যাসী হব, শ্রীরাম সেবন

করিব সাধন মন্ত্র; থাকিব স্ববশ,
তুলিব না আঁখি আর বর্ষ চতুর্দ্দশ
কোন রমণীর মুখে; রাখিব চরণে
এই দৃষ্টি; তাই প্রিয়ে আজ ও বদনে
তুলিতে পারি না আঁখি! যে মুখ হেরিলে
পলায় সন্তাপ ভাসি আনন্দ-সলিলে,
আজি সে প্রাণের প্রিয় বদন তোমার,
প্রতিজ্ঞা করেছি প্রিয়ে! দেখিব না আর।
আজি ও পালঙ্কে আমি আর বসিব না,
আজি ও সুন্দর তনু আর ছুঁইবনা।
পতিব্রতে! ব্রত মোর হৃদয়ে বুঝিয়া,
স্থির হও; প্রাণে প্রাণে রেখেছ বাঁধিয়া
যেই গ্রন্থি, খুলে দেও সরল হৃদয়ে,
লইয়া বিদায় আমি যাই তুষ্ট হয়ে।
বীর-পুত্রি! বীর-পত্নী বলে অভিমান
থাকে যদি, ধৈর্য্য ধর; ধৈর্য্যের সমান
গুন নাই; স্বর্ণ প্রেম, বিরহ অনলে
জানিও পরীক্ষা তার এই ধরা তলে।
ধৈর্য্য ধর, গুরুসেবা কর কায় মনে
তবে ত কিনিবে প্রিয়ে তোমার লক্ষ্মণে।
একচিত্তে গুরু-সেবা করিয়ে উভয়ে,
অবশেষে কাল-অন্তে, আসিয়া আলয়ে,
দেখা দিব, চাঁদ মুখ দেখিব আবার;
নিজ হস্তে মুছাইব ওই নেত্র ধার;

ও পালঙ্কে প্রাণ খুলে আবার বসিব,
আবার তৃষিত নেত্রে ও মুখ হেরিব।
তদবধি তবে প্রিয়ে লই লো বিদায়,
কেঁদ না, ব্যাকুল আর করো না আমায়।
বলিতে বলিতে বীর হইল বাহির ;
ঊর্ম্মিলা পড়িয়া কাঁদে শোকেতে অধীর।

আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি।

জীবন-প্রান্তরে শ্রান্ত কলেবর,
পান্থ কোন জন বিষণ্ণ অন্তর,
একাকী বসিয়া চিন্তায় মগন,
ভাবে প্রাণ-তৃষা কে করে বারণ!
হেন কালে তথা আসক্তি সুন্দরী
দিল দরশন বন আলো করি।

আসক্তি।

আসিল আসক্তি চটুল-নয়না,
ঢল ঢল রূপে, প্রসন্ন বদনা ;
মধুর অধরে সুমধুর হাস,
হাসি সুধা-মাখা সুললিত ভাষ ;

বিশাল নয়নে আনন্দের আভা ;
পূর্ণিত কপোলে উল্লাসের প্রভা !
ভাবের তরঙ্গে যেন চিত দোলে,
হাসির তরঙ্গ আরক্ত কপোলে ;
কমনীয় তনু আধ আবরিত
সরম রাখিতে আরো প্রকাশিত !
কবরী ঢাকিতে অনাবৃত হৃদি !
সরমে বেহায়া এ নূতন বিধি !
যৌবনের ভরে কিবা সুশোভিত,
যেন নব লতা নব প্রস্ফুটিত ;
হাসিতে হাসিতে হেলিয়া দুলিয়া,
বসন অঞ্চল ভূমে লোটাইয়া,
আসিল তরুণী কাছে দাঁড়াইল ;
মধুর সম্ভাষে বলিতে লাগিল ;—
'নামেতে আসক্তি গন্ধর্ব্ব-যুবতী
গন্ধর্ব্ব নগরে করি হে বসতি।
হিমাদ্রির কোলে কৈলাসের তলে
গন্ধর্ব্ব নগর খ্যাত ধরাতলে ;
ভুবনে অতুল সে গন্ধর্ব্ব-ধাম,
আনন্দ-নিলয় 'সুখ-দুর্গ' নাম।
সুখদ বসন্ত তথা চিরকাল ;
চির বিকসিত তথা পুষ্প জাল,
চির পিকরাজ গাইছে সুস্বরে ;
চির পূর্ণ শশী বিহরে অম্বরে ;

তথা বসি আমি আনন্দে বিহরি,
মন্দাকিনী জলে জল কেলি করি।
মরাল সারস হংসী সনে মেলি
সব সখীগণে করি জল কেলি;
স্বচ্ছায় নিকুঞ্জে পুষ্প শয্যা করি
দিবার উত্তাপ সকলে পাসরি।
প্রসন্ন সরসে তরি ভাসাইয়া
সব সখী মিলি বেড়াই ভাসিয়া;
সকল রঙ্গিণী মিলে গাই সারি,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তারি!
নানা রস রঙ্গে বিলাস-তরঙ্গে
ভাসি দিবানিশি সহচরী সঙ্গে!
রসিক সুজন! যাবে কি তথায়,
চাও কি সে পুরী? চাও কি আমায়?
হবে কি অতিথি আমাদের দেশে?
সাজাব তোমারে আমি রাজবেশে;
সুরম্য সদন রম্য উপবন,
রম্য অশ্ব গজ: সুরম্য শয়ন,
মিলিবে সকল, তথা রাজা তুমি
শয্যার সঙ্গিনী দাসী হব আমি।
করি অভিষেক প্রাণ সিংহাসনে,
দাসী হয়ে রব তোমারি চরণে;
বিলাস সামগ্রী শত সহচরী,
যোগাইবে আনি দিবস শর্ব্বরী;

রমণীর প্রেমে হয়ে সুরক্ষিত
রমণীর প্রেমে, হইয়ে নিদ্রিত,
আনন্দে উল্লাসে কাটিবে সময়,
যাইতে সে দেশে বাসনা কি হয় ?

পথিক।

নীরবিল বালা। সে বলে;—"সুন্দরি
আমি যার তরে দেশে দেশে ফিরি,
তব সুখ-দুর্গ নহে ত সে স্থান;
তাহে পিপাসিত নহে মোর প্রাণ।
যাও নিজ দেশে প্রসন্ন সরসে;
জল কেলি কর মনের হরষে।
মোর অন্য আশা, প্রাণ অন্য চায়;
তাহার উদ্দেশে চলি পুনরায়!"

বিরক্তি।

পলাল আসক্তি; সুদীন-নয়না
আসিল বিরক্তি বিষণ্ণ-বদনা;
রুক্ষ রুক্ষ কেশ রুক্ষ রুক্ষ বেশ,
শুষ্ক মুখে নাহি প্রসন্নতা-লেশ;
যৌবনে যোগিনী কমণ্ডলু করে,
ঢাকিয়াছে রূপ গৈরিক অম্বরে;
বলয় ফেলিয়া রুদ্রাক্ষের মাল,
কবরীর স্থানে রুক্ষ জটাজাল,
বিভূতি-লেপিত রম্য কলেবর,
ভস্মে আচ্ছাদিত শ্রীমুখ সুন্দর;

আরক্ত বিশাল, বিশুদ্ধ নয়নে
কি প্রশান্ত দৃষ্টি ! যেন দরশনে
অনিত্য এ সৃষ্টি অনিত্য সংসার,
এই কথা শুধু করিছে প্রচার।
উদাস উদাস নয়নের ভাব ;
উদাস উদাস গম্ভীর স্বভাব ;
গৈরিকের চীর মাত্র পরিধান,
তথাপি সম্ভ্রমে চমকিত প্রাণ ;
পদার্পণে ভক্তি রসের সঞ্চার
নিমেষে চাঞ্চল্য করে পরিহার !
আসি দাঁড়াইল গম্ভীর প্রকৃতি,
চমকিল প্রাণ উপজিল ভীতি।
কতক্ষণে বলে, "কে হে পান্থবর !
একাকী বসিয়া বিরস-অন্তর ?
এস মোর সনে কি ছার সংসার,
পৃথিবীর ধূলি সকলি অসার !
অনিত্য উদর পূরিবার আশে,
কেন বৃথা ফের হেন দেশে দেশে,
ধূলি মুষ্টি খেয়ে যে উদর পূরে,
তার তরে কেন মরিতেছে ঘুরে ?
সংসারের সুখ ইন্দ্রিয়ের সেবা,
এ সকলে সুখী হইয়াছে কেবা ?
সব বিড়ম্বনা সব ঘোর মায়া,
অপদার্থ সব অবাস্তব ছায়া,

এস মোর সনে গৃহ পরিহরি
এস পুণ্যোদ্দেশে তীর্থ যাত্রা করি।
পথশ্রান্ত হলে, পড়ি তরুতলে
লভিবে বিশ্রাম, বন ফুল ফলে,
উদর পূরিবে, নির্ঝরের জল
পিয়ে শ্রমতৃষা করিবে শীতল।
পুরুষ রমণী যদিও উভয়ে,
রব এক সনে পবিত্র হৃদয়ে।
ইন্দ্রিয় সংহার বৈরাগ্য আচার,
জাননা ত পান্থ কত সুখ তার,
রিপুর দমন ঘোর বিড়ম্বনা,
রিপুর বিনাশ প্রকৃষ্ট সাধনা।
দেহ মন সুখ পদতলে দলি,
সংসারের পাশ ছিঁড়ে এস চলি।
ধন পুত্র জায়া কর তুচ্ছ জ্ঞান,
এ সবে হৃদয়ে দিওনাকো স্থান;
মোর সনে সুখে যাইবে সময়,
বল হে আসিতে বাসনা কি হয়?'

পথিক।

থামিল যোগিনী; "সে বলিল সতি!
যার তরে মোর দেশে দেশে গতি,
তব ধর্ম্ম-পথ নহেত সে স্থান,
তাহে পিপাসিত নহে মোর প্রাণ,

মোর অন্য আশা, প্রাণ অন্য চায়
তাহার উদ্দেশে চলি পুনরায়!"

ভক্তি।

অবশেষে ভক্তি দিলা দরশন,
প্রসন্ন সুন্দর পবিত্র বদন।
পবিত্রতা, প্রেম, শান্তি, একসনে
মিশায়ে জড়িত যেন দুনয়নে!
স্বচ্ছ রূপ-শোভা উদার প্রকৃতি,
প্রসন্ন কপোলে আনন্দের জ্যোতি!
শারদ চন্দ্রিকা সম কান্তি তার,
দেখে মুগ্ধ আঁখি দেখে বার বার!
মুখ-চন্দ্র দেখে, হৃদয় জুড়ায়,
সুন্দর স্বভাবে পর ভাব যায়,
বয়সে যৌবন নাহি চঞ্চলতা,
প্রসন্ন গম্ভীর ভাবে মধুরতা,
বিনীত ভাষিণী বিনীত হাসিনী,
বিনয় সঙ্কোচে সুধীর গামিনী,
আবির্ভাবে দিক পবিত্রতাময়;
লাজে লুক্কায়িত যেন রিপুচয়;
সরম বিভ্রমে সঙ্কুচিতা হয়ে,
কাছে দাঁড়াইয়া বলিলা বিনয়ে,
বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত বর্ষিল,
বর্ণে বর্ণে প্রাণ জাগিতে লাগিল;

বলে,—পান্থবর! কর অবধান,
বুঝেছি যে জন্য পিপাসিত প্রাণ;
আমি দেব-কন্যা ভক্তি নাম ধরি,
কৈলাস-শিখরে সদা বাস করি।
পিতা 'তত্ত্ব-জ্ঞান', জননী "সাধনা",
সহচরী মোর ভগ্নী "আরাধনা,"
দেবের বাঞ্ছিত রম্য সেই ধাম,
চির শোভাময় 'মোক্ষ-দুর্গ নাম,'
জাতি ধর্ম্ম নাই, নাহি আত্মপর,
নাহি স্বার্থ-চিন্তা, সেবা পরস্পর,
নর নারী সবে ভাই ভগ্নী মত,
পরস্পরে সুখী করে অবিরত,
ভালবাসা দিয়ে জুড়ায় হৃদয়,
এক প্রাণ স্রোত অন্য প্রাণে বয়,
প্রাণ ব্রহ্ম-পদে হস্ত কাজে তাঁর
এইরূপে দিন কাটিছে সবার,
যুগে যুগে সাধু জন্মেছেন যত
দেখিবে সেখানে সবে একত্রিত;
কি বর্ণিব, দেখে ভুলিবে হৃদয়,
যাইতে সে দেশে বাসনা কি হয়?

পথিক।

শুনিয়া পথিক উঠি দাঁড়াইল,
কর যোড় করি বলিতে লাগিল;—

ওগো দেবকন্যে ! কি শুনিব আর
প্রাণের পিপাসা গেল এই বার !
পিপাসিত প্রাণ চলত্বরা করে
তব সনে যাই সে গিরি-শিখরে ;
সেই মোক্ষ-দুর্গ মম প্রিয় স্থান,
করিয়া বেড়াই তাহারি সন্ধান ;
প্রাণ তাই চায় তব কৃপা বলে
আমার দুর্দ্দিন গেল বুঝি চলে।

বহুদূর নয়।

(গভীর নিশীথে লিখিত)

গভীর রজনী ! ডুবেছে ধরণী,
জাগ রে জাগ রে সাধের লেখনী !
প্রাণ-প্রিয় ভাই ভারত-সন্তান !
জাগ রে সকলে, শোন করি গান
ভারতের গতি ভারত-নিয়তি
ভেবে আজ কেন উথলিল প্রাণ ?
দুঃখের কাহিনী তাই করি গান।
আজ যাও নিদ্রে ! আজ ঘুমাব না,
সুখের শয্যায় আজ শুইব না ;
মৃত প্রায় পড়ে জন্ম-ভূমি যার,
এসকল কিরে ভাল লাগে তার ?
কিরূপে ঘুমাই, শুনিবারে পাই

যেন আর্ত্ত নাদ, যেন হাহাকার,
শুনে যে কেঁদেছে পরাণ আমার।

ঘুমাইতে যাই কেহ কাণে বলে
'ঘুমায়ে কি আছ সন্তান সকলে!'
তাইত আমার ঘুম দূরে গেল;
তাইত আমার প্রাণ উথলিল;
একাকী জাগিয়া রহেছি বসিয়া,
অন্য সব ভাই কেন ঘুমাইল?
কেন না সকলে সেরব শুনিল?

শুনে যে জ্বলিল উৎসাহ-অনল
কি করি ভাবিয়ে হৃদয় চঞ্চল;
সাধে কিরে জাগি! কে ঘুমাতে পারে
এহেন আগুণে ঘেরিয়াছে যারে
কি করি কি করি, কিসে অগ্নি ধরি,
ইচ্ছা ডাকি গিয়ে উঠে দ্বারে দ্বারে,
ঘুমাসনে ভাই! আর এ প্রকারে।

দুর্ব্বলের মাতা প্রিয় বঙ্গ-ভূমি!
লক্ষ শিশু কোলে ঘুমাইলে তুমি;
গভীর আঁধারে ঢাকি প্রিয় মুখ
লুকালে কি মাতা অন্তরের দুখ?
নিজে ত ঘুমালে, আমারে জাগালে
কি রব শুনালে হরে নিলে সুখ,
হৃদয় ভরিয়া উথলিল দুখ।

কার কথা ভাবি, কোন্ দিক্ দেখি,
সব অন্ধকার যে দিকে নিরখি !
কোটী কোটী লোক অজ্ঞান-আঁধারে
চির মগ্ন, যেন আছে কারাগারে ;
দারিদ্র্য ভাবনা, অসহ্য যাতনা
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক্ হইয়া কাঁদে পরস্পরে।

অভদ্র কি ভদ্র লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ দেখি অবিরত ;
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে
বিষাদ নিরাশা দেখি এক সনে ,
দারিদ্র্য যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে,
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে ?

জ্ঞান পেয়ে যারা হয়েছে শিক্ষিত,
দেশের দুর্দ্দশা তারাও বিস্মৃত ;
জঘন্য আমোদে দেখি কাল হরে,
অকারণ বকে, হাসে হা হা করে,
নীচ পশু প্রায়, ইন্দ্রিয় সেবায়
মগ্ন নিরন্তর , জ্ঞান শিক্ষা করে,
নীচ রিপু মাত্র চিনেছে সংসারে !

ঘৃণা করি কিম্বা কাঁদি ডাক ছেড়ে,
'মা তোর সৌভাগ্য কে লইল কেড়ে,'

আর বার ভাবি যাই পায়ে ধরে
বলি,—'ক্ষমা কর, আর ভারতেরে
ডুবাস্‌নে ভাই! বাকি কিছু নাই
যথেষ্ট হয়েছে! বহু দিন ধরে
আছে জন্ম-ভূমি মরমেতে মরে।'

হায় রে! রমণী জগতের শোভা
মানবের ঘরে স্বরগের প্রভা;
সে বঙ্গ ললনা স্নেহের মূরতি,
সারল্যের ছবি, কোমল প্রকৃতি,
সবার ঘৃণিত চরণে দলিত
হয়ে সহিতেছে অশেষ দুর্গতি,
দুঃখিনী সারিকা কাঁদে দিবা-রাতি!

সাধে কি রমণি! তোরে ভাল বাসি?
সাধে কি ভারতি! তোর কাছে আসি?
যুগ যুগান্তর অজ্ঞান-আঁধারে,
বদ্ধ হয়ে গেল কত অত্যাচারে,
স্নেহের জলধি অমৃতের নদী,
তবু দেখি নারী এ পাপ সংসারে,
দেখে মুগ্ধ আঁখি চায় দেখিবারে।

কার কথা ভাবি কোন্ দিকে হেরি,
গভীর দুর্দ্দশা চারিদিকে ঘেরি,
আজি তবে আমি ঘুমাই কেমনে!
তাই ত জাগিয়া কাঁদি রে নির্জ্জনে।

ভাই বঙ্গবাসি উঠে কাঁদ আসি,
কি আছে সম্বল অশ্রুপাত বিনে,
ওঠ ওঠ ভাই, থাকি জাগরণে।

কাজ কি ঘুমায়ে, থাকি জাগরণে,
কাজ কি বিশ্রামে খাটি প্রাণপণে,
এ ঘোর দুর্দ্দশা ঘুমালে কি যায়!
বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ুক ধরায়,
তিল তিল করে আয় যাই মরে;
বল বুদ্ধি মন মিলিয়া সবায়
আয় ধরে দিই ভারতের পায়।

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তাও যদি হয়, হোক্‌রে কপালে!
বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ,
তবে যে জাগিবে ভারত-সন্তান,
আয় জন কত ধরি এই ব্রত
খাটিয়া জীবন করি অবসান,
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান।

আয় রে বোম্বাই! আয় রে মান্দ্রাজ!
বৃথা গণ্ডগোলে নাহি কোন কাজ,
ভারতের তোরা অমূল্য রতন,
আয় সবে মিলে করি জাগরণ;
মিলে পরস্পরে, দেশের উদ্ধারে

আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ,
দেখি রে দুর্দ্দশা না যায় কেমন ?

ভাই মহারাষ্ট্র ! তোমার কপালে,
পৌরুষের আভা আছে চির কালে,
দাঁড়াও আসিয়া কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা বাড়ুক্ আমার,
সাহসের কথা শুনে যাক্ ব্যথা,
প্রিয় ভারতের হোক রে উদ্ধার,
জয় মহারাষ্ট্র জয়রে তোমার।

আয় রাজপুত, আয় প্রিয় শিক্,
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ সকলি অলীক,
ভারত রুধির সবার শরীরে,
ভাই বলে নিতে তবে শঙ্কা কি রে !
আয় ভাই বলে দিব প্রাণ খুলে
ভাই হয়ে রব তোদের মন্দিরে,
করো না রে ঘৃণা ভীরু বাঙ্গালিরে।

পাইয়াছি শিক্ষা, পেয়েছি ত মান,
তোরা ভাই সব আছিস্ অজ্ঞান,
তা বলে ভেব না, করিব মমতা,
আর বলিব না সুশিক্ষার কথা,
তোদের যে গতি আমারো সে গতি,
তোদিকে ফেলিয়া চাই না সভ্যতা,
সবে এক হয়ে থাকিব সর্ব্বথা।

শেষে ডেকে বলি ওরে মূন ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই;
দেশের দুর্দ্দশা দেখ হলো ঢের,
তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের,
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে,
পুতে রাখ কথা মস্লেম, কাফের,
বল শুধু,—‘মোরা প্রিয় ভারতের’।

ভারতের তোরা, তোদের আমরা,
আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা!
সবে এক দশা, তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুষিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,
আমাদের মাতা বাঁচিল আবার।

আর কারে ডাকি ওঠ গো ভগিনি!
ভারত ললনা কারার বন্দিনী,
তোরা না উঠিলে দেশ যে উঠে না,
তোরা না জাগিলে দেশ যে জাগে না
ওঠ একবার দেশের উদ্ধার,
কেবল পুরুষে হবে না হবে না,
এক পায়ে দেশ কভু দাঁড়াবে না।

ওঠ গো আবার সুচারু-হাসিনি!
প্রিয় ভারতের যতেক নন্দিনী,

প্রাণ কান্তে যবে — কর সম্ভাষণ;
পৌরুষের কথা — করাও স্মরণ,
কোমল সন্তানে — স্তনদুগ্ধ সনে
পিয়াও পৌরুষ, — হোক্ শত জন ;
ভারতের চূড়া — ভারত ভূষণ।

ওই চাঁদ মুখে — সব বল আছে !
বীরত্বের শিক্ষা — ও দৃষ্টির কাছে !
প্রেমে মাখাইয়া — জুড়ায়ে হৃদয়,
পশ্চাতে থাকিয়া — দেও সে অভয় !
সাহসে মাতিয়া — যাই উড়াইয়া
বিজয় নিশান, — আর কারে ভয়,
মোদের সঙ্কাতি — বহু দূর নয়।

ব্রহ্মবিদ্যা।

(১)

হত বৃত্রাসুর ; আজ বৈজয়ন্ত ধামে
ধরে না আনন্দ ; যত দিক্‌পালগণ
মিলেছেন এক স্থানে ; দানব-সংগ্রামে
নিজ নিজ কীর্ত্তিকথা করেন কীর্ত্তন ;
অট্টহাস্য প্রতিধ্বনি কৈলাস-কন্দরে ;
নাচে রম্ভা, গায় গীত গন্ধর্ব্ব কিন্নরে।

(২)

ঘর্ঘর গরজে ঘোর আবর্ত্ত পুষ্কর,

গগণ ফাটায়ে বজ্র করে হুহুঙ্কার ;
ঐরাবত ধরি টানে কৈলাস শিখর,
আনন্দে বিহ্বল আজ ত্রিদিব সংসার !
গভীর দুন্দুভিনাদ বহে মন্দাকিনী
সংশয় বিস্ময় ভয়ে কম্পিতা মেদিনী।

(৩)

বায়ু অগ্নি দুই সখা মিলি এক সনে
নৃত্য করে ; উল্কারাশি গগণে ছুটিছে ;
বীর দর্পে প্রভঞ্জন, ভূধরে, কাননে,
সিন্ধুগর্ভে, জনস্থানে আনন্দে লুঠিছে ;
লক্ লক্ রক্ত জিহ্বা প্রসারি অনল,
সখাসনে আলিঙ্গনে আনন্দে বিহ্বল ।

(৪)

এ দিকে বরুণ-গৃহে ঘোর সিন্ধুনীর
আজ্ঞা পেয়ে দশদিকে আজ প্রবাহিত;
উত্তাল তরঙ্গ বাহু প্রসারিয়া বীর
সিন্ধু আজ কূলে কূলে যেন উপনীত,
দানব-দলন-বার্ত্তা করিতে প্রচার ;
বায়ু সঙ্গে মহারঙ্গে হয় আগুসার !

(৫)

এরূপে বিহ্বল দেব, হেনকালে দেখি
ও কি জ্যোতি নিরুপম প্রচণ্ড করাল !
চকিত বিস্মিত যাহা অমরে নিরখি,
আলোকে ভুবন ভরি শোভে দীপ্তি-জাল ;

পুণ্যভাতি দেখে চিত্ত পাইছে আশ্বাস ;
তবু পাশে যেতে প্রাণে উপজে সন্ত্রাস।

(৬)

দীপ্তি দেখি দেবগণ ডুবিল বিস্ময়ে ;
বলে, বহ্নি ! যাও দেখি এস নিরূপিয়া।
অগ্রসর বৈশ্বানর, জিজ্ঞাসে সভয়ে,
'কে দেব ! এ দীপ্তি-বাসী ?—দিক্ কাঁপাইয়া
গম্ভীর নিনাদে প্রশ্ন সে তেজে নিঃসরে,
'কে তুমি অমর ? পূর্ব্বে কহ তা আমারে !'

(৭)

অগ্নি বলে, আমি অগ্নি, আমি বৈশ্বানর,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভুক্। 'কি শক্তি তোমার ?'
কি শক্তি ! শুষিতে পারি নিমেষে সাগর,'
সাগর তরঙ্গে আমি সুখে নৃত্য করি ;
কটাক্ষে নক্ষত্রপাত ! বিদ্যুতে বিহরি,
সাগর তরঙ্গে আমি সুখে নৃত্য করি।

(৮)

'হে অগ্নি ! হে বৈশ্বানর !' বলে তেজোরাশি,
'হে অমর মহাতেজা ! এই ক্ষুদ্র তৃণে,
ভস্ম কর।' শুনে বহ্নি বদন বিকাশি,
ধক্ ধক্ লোল জিহ্বা উড়ায়ে গগণে,
ধরে তৃণে, তৃণ দেহ না হয় দহন ;
সংহরে রসনা বহ্নি বিষণ্ণ-বদন।

(৯)

'সে কি! বহ্নি। সর্ব্বভুক্ তুমি না জগতে,
যাও 'ফিরে ডেকে দেও আর কোন দেবে।'
অভিমানে চলে বহ্নি ডাকিতে মারুতে।
ধায় বায়ু কম্পান্বিত ভূতল ত্রিদিবে;
গম্, গম্, পদাঘাতে ভগ্ন ভূপঞ্জর,
আকুল উত্তাল সিন্ধু, দুলিছে ভূধর।

(১০)

"কে অমর ঘোর বেগে এস হুহুঙ্কারে?"
আমি বায়ু, মাতরিশ্বা, আমি সদাগতি,
'কি শক্তি?'—ব্রহ্মাণ্ড আমি চূর্ণিবারে পারি,
ছিঁড়ি হিমাদ্রির মাথা, তটিনীর গতি
রোধ করি, পদাঘাতে তুলিয়ে সাগরে,
নিমেষে ভাসাতে পারি লক্ষ লক্ষ নরে!

(১১)

'হে বায়ু! হে মাতরিশ্বা, হে দেব দুর্জ্জয়!
উড়াও এ তৃণে'। বায়ু গর্জ্জি ঘনে ঘন,
তাল ঠুকি গিরি-পৃষ্ঠে হইয়া নির্ভয়,
আক্রমিলা তৃণ-দেহ; বৃথা আক্রমণ!
কেশ মাত্র নাহি চলে! বিহীন শকতি
বিস্ময় লজ্জায় ধীরে ফিরে সদাগতি।

(১২)

আসিলা বরুণ এবে তরঙ্গে চড়িয়া,
হুহু রবে ধায় জল পর্ব্বত সমান!

"দাঁড়াও, কে তুমি দেব আসিছ ধাইয়া ?"
আমি হে প্রচেতা, পাশী; জান দীপ্তিমান ?
কি শক্তি ? ধরণী আমি ভাসাইতে পারি,
লক্ষ গৃহ লক্ষ জীব লক্ষ নরনারী।

(১৩)

হে প্রচেতঃ ! হে বরুণ ! হে তরঙ্গ-পতি !
ভাসাও এ তৃণে ; পাশী ধাইলা গর্জ্জিয়া ;
বস্ বস্ বুঝিয়াছি রোধ কর গতি,
দেখ তৃণ কেশ মাত্র না যায় ভাসিয়া !
একি ! ভাবি অপমানে তরঙ্গ সংহারি,
ফিরিলা প্রচেতা, ধীরে সঙ্গে বহে বারি।

(১৪)

অবশেষে কাল দণ্ড ধরি ঘোর করে,
মহিষে দিলেন বার দেব ধর্ম্মরাজ ;
কে তুমি ? কে আমি তাহা জিজ্ঞাস সংসারে
আমি কাল দণ্ড-ধর। তোমার কি কাজ ?
সময় দেখিলে জীবে লৌহ করে ধরি,
দেখিতে দেখিতে আমি অদর্শন করি।

(১৫)

নর রাজ্যে হাহাকার মোর পদার্পণে,
ছাড়ায় আমার দণ্ড নহে সাধ্য কার ;
পাপীর নরক শাস্তি আমার ভবনে,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মোর বিষণ্ণ সংসার ;

কারু আশা চূর্ণ করি, অমৃতে কাহার
বিষ ঢালি, গৃহ করি শ্মশান আকার।

(১৬)

হে বীর ! হে দণ্ডধর ! ওই দণ্ডাঘাতে
ভাঙ্গ তৃণে ; মহাকাল রুষি দণ্ড হানে ;
পড়ে দণ্ড তৃণ-দেহে ; ভাঙ্গিবে কি, তাতে
রেখা মাত্র নাহি সরে ; কাল অপমানে
কালী হয়ে, পুন চড়ে মহিষ বাহনে,
ফিরে যায় ; হাসে দেব জ্যোতিঃ আবরণে।

(১৭)

শেষে ঐরাবতে বার দিলা সুরপতি ;
অঙ্কুশ প্রহারে রুষি ঘর্ঘরে কুঞ্জর ;
পুষ্কর আবর্ত্ত আদি চলিলা সংহতি ;
সুমন্দ্র ধ্বনিতে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-কন্দর !
বজ্রের উজ্জ্বল দীপ্তি গগণে গগণে,
তাড়িত পতাকা পৃষ্ঠে উড়িছে পবনে !

(১৮)

কে তুমি হে দেব-শ্রেষ্ঠ ? আমি সুরেশ্বর,
আমি বজ্রী। কি শকতি ? এই যে অশনি,
করে ধরি, যদি হানি চূর্ণিত ভূধর,
যাহে পড়ে তাই দগ্ধ হইবে তখনি ;
বৃত্র হত এই বজ্রে, এ বজ্র আলোকে,
নিভাই সকল আভা, সংহারি পলকে।

(১৯)

হে বজ্রি, হে দেবরাজ ! এ তৃণ-শরীরে
হান বজ্র ; বজ্র বাণ হানে পুরন্দর ;
গগণ ফাটিয়া যেন যায় শত চিরে ;
বাজায় সমর-ডঙ্কা আবর্ত্ত পুষ্কর ;
ঘোর দীপ্তি দেখে চক্ষু মুদে ত্রিসংসার ;
কঠোর নিনাদে কর্ণ বধির সবার।

(২০)

কিন্তু সেই ক্ষুদ্র তৃণ নহে বিচলিত !
কিহে বজ্রি ! অভিমানে ম্লান সুরেশ্বর,
ফিরিলা দেবতাগণ যেখানে মিলিত।
মন্ত্রণা করিলা সবে চল অতঃপর
স্তুতি করি ; মহাজ্যোতি দেখিনা এমন,
দেবের অগম্য এ কে ? বলে কোন জন ?"

(২১)

আসি দেখে দেবগণ জ্যোতি অন্তর্হিত,
তার স্থানে একি দৃশ্য মোহন সুন্দর !
অপূর্ব্ব ললনা এক তথা বিরাজিত ;
প্রসন্ন নির্ম্মল মুখে স্মিত মনোহর,
লাবণ্যে জড়িত পুণ্য ; প্রফুল্ল আননে
আনন্দ তরঙ্গ ধারা বহে ক্ষণে ক্ষণে।

(২২)

বিশাল নয়ন যুগে প্রীতি পবিত্রতা
একত্র মিশ্রিত যেন ! সে দৃষ্টি সরল,

হাব নাই ভাব নাই, সহজ নম্রতা,
সুন্দর-আনন-জ্যোতি সুস্নিগ্ধ শীতল,
আলোক মণ্ডল যেন ঘেরে সে মাধুরী,
রূপের বিভায় পূর্ণ বৈজয়ন্ত পূরী।

(২৩)

কর যুড়ি জানু পাতি বসি সুরেশ্বর
স্তুতি আরম্ভিলা,—বল কে তুমি ললনে?
বলে বালা,—স্তুতি কেন কর পুরন্দর,
ব্রহ্মবিদ্যা নামে আমি বিদিতা ভুবনে;
অবোধে সুগতি দান শুধু মোর কাজ,
বলি শুন অবধান কর দেবরাজ!

(২৪)

যে অপূর্ব্ব জ্যোতি-দেহ দেখেছ এখানে,
ব্রহ্মদীপ্তি বলে জেন; বৃত্রবধ করি,
আপন গৌরব সবে আপনি বাখানে,
অহঙ্কারে, দেখি দেব দীপ্তিরূপ ধরি
প্রকাশিলা, দর্পহারী দর্প চূর্ণিবারে,
কার বলে বলী তাহা দেখাতে সবারে।

(২৫)

হে বজ্রি! বজ্রের তব কি থাকে শকতি,
শক্তিদাতা শক্তি যদি করেন সংহার?
বুঝিলে ত! আসি তবে, আর সুরপতি
পড়োনা এমন ভ্রমে; জানিও যাহার

যাহা কিছু শক্তি, সব তাঁরি অনুগ্রহ,
কে থাকে, কে রাখে, তিনি করিলে নিগ্রহ!

(২৬)

আসি তবে আসি তবে বলিতে বলিতে
ওই মিলাইয়া গেল সেরূপ মাধুরী ;
অবাক্ অমর কুল ভাবিতে ভাবিতে
ফিরিল বিনীতভাবে বৈজয়ন্তপুরী ;
কবি বলে ব্রহ্মবিদ্যে! বলে যাও মোরে,
আমি তবে কোন কীট বিপুল সংসারে।

দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই ইহাঁর নাম বিদিত আছেন। ইনি "সৌন্দর্য্য ও সুবুদ্ধি" উভয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি আসফ্ খাঁ যখন নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী গড়া রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এই রমণী অসামান্য বীরত্ব সহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে জয়াশায় হতাশ হইয়া বক্ষস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়া রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

হের হের রণ মাঝে নাচিছে, সুন্দরী রে
নাচিছে সুন্দরী।
করে অসি খরশান মুখে ডাক হান হান
পদতলে কাঁপে ধরা থর থর করি।

রণ মদে মত্ত সতী পাগলিনী প্রায় রে
পাগলিনী প্রায়!

প্রবল ধূমের মাঝে চপলা রূপসী সাজে
নবঘনে সৌদামিনী খেলিয়া বেড়ায়।

বীরভাবে বিকসিত বদন কমল রে
বদন কমল ;
একে যৌবনের শোভা তাহে বীরত্বের আভা
দরশনে প্রাণপূর্ণ যেন রণস্থল।

রবিতাপে দুই গণ্ড আরক্ত বরণ রে
আরক্ত বরণ।
প্রবল শ্রমের ভরে, ঝর ঝর স্বেদ ঝরে
কোমল অঙ্গুলে মুছে ফেলে অনুক্ষণ।

কোন দিকে বীরপত্নী ফিরিয়া না চায় রে
ফিরিয়া না চায় ;
সৈনা লয়ে অগ্রসর, সচকিত নারীনর
কার সাধ্য সে নারীর সমীপে দাঁড়ায়!

বলে বামা যায় যাবে যায় যাবে প্রাণ রে
যায় যাবে প্রাণ!
সকলে নিহত হব, এইখানে পড়ে রব
সহজে কি গড়া আমি করিব প্রদান?

দেখিব কেমন বীর দুরাত্মা যবন রে
দুরাত্মা যবন,
যেই পথে মহারাজ গিয়াছেন, ছাড়ি লাজ
সেই পথে আমি আজ করিব গমন।

কি ভয় আমার বল কি ভয় আমার রে
কি ভয় আমার ?
একে একে প্রতিজন পড়িব, তথাপি রণ
ছাড়িব না ; তবু গড়া না খুলিবে দ্বার।

বীরের রমণী আমি বীর ধর্ম্ম জানি রে
বীর ধর্ম্ম জানি !
দেহে কি থাকিতে প্রাণ যবনে করিব দান
এ সুখের গড়া রাজ্য স্বর্ণ-থালা খানি !

ভয় নাই, ভয় নাই, হও অগ্রসর রে
হও অগ্রসর ;
ক্ষত্রিয়ের তরবার সহ্য করে সাধ্য কার !
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর শিখর।

গজ বাজী রথ রথী কে পাবে নিস্তার রে
কে পাবে নিস্তার ?
দুর্গার সমরানলে দেখি দেখি কে না জ্বলে,
বড় যে বীরত্ব শুনি যবন রাজার !

বাজাও বাজাও বাদ্য বাজাও বাজাও রে
বাজাও বাজাও ;
হর হর ! কি কৌতুক, এ হতে মনের সুখ
বল শুনি বীরগণ কেবা কোথা পাও ?

এই ক্ষেত্রে মহারাজ ত্যজিলেন প্রাণ রে
ত্যজিলেন প্রাণ ;

যদি তাঁর পত্নী হই, বীর বংশে জন্ম লই,
রাখিব রাখিব আজ তাঁহার সম্মান।

শুনেছি যবন চাহে হরিতে আমারে রে
হরিতে আমারে!
এই ত সমর বেশে, এসেছি এ হেন দেশে
দেখি দেখি এই তনু স্পর্শিতে কে পারে!!

কোথা গেলে আর্য্যপুত্র শৌর্য্য অবতার হে
শৌর্য্য অবতার;
রাখিতে তোমার মান আজি যে করিবে দান
জীবন যৌবন দুর্গা বড় সাধ তার!

কাঁদিয়া তোমাকে নাথ দিয়াছি বিদায় হে
দিয়াছি বিদায়;
তাই কি আঁধার করে অধিনীরে পরিহরে
গেছ নাথ! বল আজ দাঁড়াব কোথায়!!

অথবা অভাগী দুর্গা রমণী তোমার হে
রমণী তোমার!
তাহার কিসের ভয়? অনাশে করিবে জয়
ভক্তি যদি শ্রীচরণে থাকেহে তাহার।

বলিতে বলিতে কথা নয়নের জল রে
নয়নের জল,
ঝরে দর দর করে বিন্দু বিন্দু হৃদিপরে
পড়িতে লাগিল যেন স্থূল মুক্তাফল।

নয়নে বহিছে জল মুখে মার মার রে
মুখে মার মার !
সাবাসি সাবাসি সতি ! সত্য সত্য গুণ-বতি
বীরপত্নী বট তুমি ! করি নমস্কার।

এরূপে খেলিছে সতী সমর চত্বরে রে
সমর চত্বরে ;
উড়ে ধূলি ঘনাকার চারিদিক্ অন্ধকার,
অস্ত্রে অস্ত্রে উঠে বহ্নি ঝক্ ঝক্ করে।

গড়ার বীরেন্দ্র বীর সেনাপতিগণ রে
সেনাপতিগণ।
রুধিরাক্ত কলেবরে, নয়ন মুদ্রিত করে,
অশ্ব হতে ধরা পৃষ্ঠে করিছে শয়ন।

বিশাল ললাট ফাটি বহিছে রুধির রে
বহিছে রুধির।
সমর হুতাশে প্রাণ করিয়া আহুতি দান।
একে একে ধরাশায়ী হয় যত বীর।

প্রসারি বিশাল বক্ষ অগাধ নিদ্রায় রে
অগাধ নিদ্রায়,
আছে যত বীরগণ, পদে দলে কতজন
দড় বড় চারি দিকে অবিরত ধায়।

ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধশেষ হইল বাহিনী রে
হইল বাহিনী।

তথাপি সাহস ধরি মার মার শব্দ করি
সঙ্গর-রঙ্গেতে মত্ত রয়েছে কামিনী।

বিদ্ধ হলো অবশেষে বিশাল নয়ন রে
বিশাল নয়ন;
উজ্জ্বল নয়ন তারা হয়ে গেল দৃষ্টি-হারা
বিধুমুখে রক্তস্রোত বহে ঘনে ঘন!

জ্বালায় অস্থির আহা বিধুরা কামিনী রে
বিধুরা কামিনী;
তথাপি অভয় দান, খুলিয়া ফেলিল বাণ
অঙ্গুলে মুছিয়া রক্ত ফেলে বিনোদিনী।

কোন্ দিকে আর কত রাখিবে সুন্দরী রে
রাখিবে সুন্দরী;
চারি ধার ভাসে যবে, কে পারে রাখিতে তবে
প্রবল বন্যার জল সেতুবন্ধ করি?

দেখিতে দেখিতে সেনা ভঙ্গ দিল রণে রে
ভঙ্গ দিল রণে;
দাঁড়াও! দাঁড়াও! আর কথা শুনে কেবা কার!
দড় বড় ছোটে সবে যে পারে যেমনে।

এভাব দেখিয়া সতী হইল হতাশ রে
হইল হতাশ;
সেনাগণ ভঙ্গ দিল, রণছাড়ি পলাইল;
কাকে ডাকি?—কেবা শুনে, বিফল প্রয়াস।

আজি গেল অস্তাচলে সুখের তপন রে
সুখের তপন ;
বিধাতা হইল বাম, আজি ডোবে উচ্চ নাম,
বীরপুত্রী গড়া আজ হইল পতন।

এত ভাবি বলে সতী দেরে তরবার
ওরে দেরে তরবার।
যবনে হারিয়া রণ রাখিব না এ জীবন,
বহিতে নারিবে দুর্গা কলঙ্কের ভার।

কি হইবে রাজ্যে মম কি হইবে ধনে রে
কি হইবে ধনে।
বীর চুড়া যার স্বামী সেই অভাগিনী আমি
জীবন থাকিতে কিরে ভজিব যবনে ?

ভেবেছে জিনিয়া রণে লইবে আমারে রে
লইবে আমারে ;
আমি কি রাখিয়ে প্রাণ, প্রাণকান্তে অপমান
করিব রে ? প্রতিশোধ দিব কি তাঁহারে ?

নারীর সতীত্ব ধন অমূল্য রতন রে
অমূল্য রতন ;
হেন ধন হারা হয়ে এ পাপ শরীর লয়ে
কি হইবে ? চাহিনা রে এ ছার জীবন।

এত বলি সুলোচনা লয়ে তরবার রে
লয়ে তরবার,

হৃদয়ে আঘাত করে ভব ধাম পরিহরে
হায় গেল শশিমুখী করে অন্ধকার!!

চাতক বিদায়।

(১)

পরম আদরে সুন্দর পিঞ্জরে,
পুষিয়াছি পাখি! ডাক্ একবার!
শুনিয়া সুস্বর জুড়াক্ অন্তর,
বহুক শ্রবণে অমৃতের ধার;
নির্ম্মল গগণে উড়িতে উড়িতে,
নির্ব্বোধ বিহঙ্গ যে গীত গাইতে,
কোথা সে লহরী? জড় ভাব ধরি
দিবা বিভাবরী কি ভাবিস্ বল্,
চাতক বলিল; দে জল্ দে জল্!

(২)

সে কিরে বিহঙ্গ একি তোর রঙ্গ,
মধুর পানীয়ে পাত্র পূর্ণ তোর;
তবু কি পিপাসা? একিরে দুর্দ্দশা?
একি বিড়ম্বনা রে চাতক ঘোর?
শোন্ ওরে পাখি! আমি এ সংসারে
বহু দুঃখ কষ্টে আছি প্রাণে মরে;
মধুর সুস্বরে জুড়াবি অন্তরে
বলিয়া এনেছি অন্য বুলি বল্;
চাতক বলিল, দে জল দে জল!

(৩)

বল শুনি পাখি ! তোরে কিরে রাখি,
এই ছার স্বর শুনিবার তরে ;
নির্ম্মল আকাশে ঊষার প্রকাশে
বেড়াতে কি পাখি ! এই গান ধরে ?
না পুষিতে নিজে গাইতে সুন্দর ;
থাকিয়া যতনে বিকৃত সুস্বর,
প্রাণের বেদনা পাখি ত জান না,
তাই শুষ্ক বুলি বলিস্ কেবল,
চাতক বলিল, দে জল্ দে জল্ !

(৪)

বস্ বস্ পাখি ! এত সুখে থাকি
কাঁদিস্ কি লাগি তাই ভেঙে বল্ ?
সুভোজ্য সুপেয়, কি দোষেতে হেয়
করিয়া বিহঙ্গ হলি রে চঞ্চল !
প্রসন্ন সলিলা স্রোতস্বতী হতে,
আনিলাম বারি তৃপ্ত নও তাতে, .
বারি বিন্দু কবে দিবে জলধর,
তারি পথ চাহি ব্যাকুল অন্তর,
বারণ মান না না শুন সান্ত্বনা,
শূন্য শূন্য মনে কাঁদিস্ কেবল ;
চাতক বলিল দে জল্ দে জল্ ।

(৫)

ফের ওই বুলি দিব দ্বার খুলি
যারে পাখী তোর যথা ইচ্ছা হয় ;
বুঝিনু অন্তরে মানবের ঘরে
স্বর্গ-সুখে বাস তোর সুখ নয়।
সকালে বিকালে গগণে উঠিয়া,
জলদের পাশে বিনয় করিয়া,
জল বিন্দু তরে কাঁদিবি কাতরে ;
জাতি ধর্ম্ম যার কে খণ্ডাবে বল,
চাতক বলিল দে জল্ দে জল্ !

সতীর পরাক্রম।

(১)

নিবিড় কাননে, পতি অন্বেষণে,
ভ্রমে একাকিনী ভীমের নন্দিনী
হুতাশে আকুল সতীর প্রাণ !
ভীষণ বিজন, সে ঘোর কানন,
হিংস্র জন্তুময় যমের আলয়
নাহি পান দেখা যে দিকে চান !

(২)

কোন দিকে চাই, আর কত যাই ,
তনু্ অবসন্ন, হৃদয় বিষণ্ণ,
মুখ-পদ্ম আজ ভাসিছে জলে ;

না পান দেখিতে, চলিতে চলিতে
চরণ যুগল ক্রমশঃ অচল
বসিলেন এক তরুর তলে।

(৩)

যেন উন্মাদিনী, রাজার নন্দিনী,
উদাস নয়নে দশ দিক্ পানে
নিরখি নিরখি কেবল কাঁদে;
আঁখি ইন্দীবর, অশ্রুতে কাতর,
প্রাণকান্ত বিনে এ দুঃখ দুর্দ্দিনে
ঢাকিয়াছে মেঘ সে মুখ-চাঁদে।

(৪)

কোথা প্রাণেশ্বর, কাঁদিছে অন্তর,
হৃদয় ফাটিয়া উঠে উথলিয়া
ঘোর শোক-সিন্ধু, ডুবিয়া মরে।
বসে তরুতলে, ভাসে নেত্র-জলে,
যেন উন্মাদিনী, রাজার নন্দিনী
কেহ নাহি কাছে, সুধায় কারে?

(৫)

এহেন সময়ে, মদমত্ত হয়ে,
নির্দ্দয় নির্ম্মম যমদূত সম,
ব্যাধ দুরাচার দাঁড়াল আসি।
মোহন মাধুরী ভুলিল নেহারি!
প্রাণ চমকিত হৃদয় মোহিত
মধুর বচনে বলিল হাসি।

(৬)

'কে তুমি সুন্দরী ! বন আলো করি
একাকী বিজনে বসি কি কারণে ?
তুমি লো ললনা বলনা কার ?
কোন্ দেশে যাও, কারে তুমি চাও,
কার অন্বেষণে এ ঘোর কাননে,
কোমল চরণে হয়েছ বার ?

(৭)

রোদন সম্বরি নিষধ-ঈশ্বরী
পবিত্র নয়নে চাহি তার পানে,
জিজ্ঞাসেন সতী ব্যাকুল মনে ;
মর্ত্ত্যে অতুলিত, দেবেন্দ্র-পূজিত,
নিষধাধিপতি নল মহামতি
দেখেছ কি তাঁকে এ ঘোর বনে

(৮)

হে ব্যাধ সুজন ! প্রাণের রতন,
হারা হয়ে আমি এ অরণ্যগামী,
দেখে যদি থাক বলিয়া দাও ।
করি আশা দান, অবলার প্রাণ,
রক্ষা কর কর, কোথা প্রাণেশ্বর,
বল হে নিষাদ মোর মাথা খাও ।

(৯)

আইল রজনী আঁধার অবনী
হে ব্যাধ সুজন ! নারীর জীবন
বাঁচাবার কিছু উপায় কর ;

চরণে বেদনা চলিতে পারি না,
ক্ষীণ কলেবর কোথা প্রাণেশ্বর,
বলে দেও ব্যাধ এ প্রাণ ধর।

(১০)

নিষধ গৃহিণী, ভীমের নন্দিনী,
ভিখারিণী মত কর যোড়ে কত,
ব্যাধের চরণে মিনতি করে।
পাষণ্ড দুর্জ্জন, তাহার সে মন,
পারে কি বুঝিতে এই পৃথিবীতে
পতি বিনা সতী বাঁচে কি করে।

(১১)

মদেতে ঢলিয়া হাসিয়া হাসিয়া,
বলে দুরাচার, কেন ধনি আর,
বৃথা আশা ধরে ঘুরিয়া মর।
আমারে ভজনা, রবে না ভাবনা,
হেথা রাজা আমি, রাণী হবে তুমি,
আলো করো আসি আমার ঘর।

(১২)

এই কথা শুনি ভীমের নন্দিনী
বলে! দুরাচার কি সাধ্য তোমার
হলো না রসনা হাজার খান?
হয়ে ভিখারিণী, ভ্রমি একাকিনী,
ভেবেছ দেখিয়া লবে ভুলাইয়া
করোনা স্বপনে এহেন জ্ঞান।

(১৩)

ওরে দুরাচার! ধর্ম্ম অবতার,
রাজ রাজেশ্বর, মোর প্রাণেশ্বর,
তুই তুচ্ছ কীট, কে তোর সনে
আজ কথা কয়? বিধি দুঃসময়
যদি না আনিত, কে হেথা আসিত
কে আজ ভ্রমিত এ ঘোর বনে?

(১৪)

আসুক্ রজনী, ঢাকুক্ মেদিনী,
করি না রে ভয়, ব্যাধ দুরাশয়,
চাই না আশ্রয় তোদের কাছে;
পতি অন্বেষণে, যাব ঘোর বনে,
করি প্রাণপণ, ভূধর কানন,
খুঁজিব যেখানে যা কিছু আছে।

(১৫)

ব্যাধ বলে, 'ধনি! আইল রজনী,
ক্রোধ পরিহরে চল মোর ঘরে,
এই বেলা চল আপন মানে;
বলে একেবারে, যায়ধরিবারে;
পদাহতা ফণী; গরজে অমনি
বজ্রাঘাত হলো ব্যাধের কাণে।

(১৬)

হাত বাড়াইল, অমনি রহিল,
কম্পিত হৃদয়, ব্যাধ দুরাশায়,
অবাক্ নীরব জড়ের মত!

দেখিল অনলে, সতী যেন জ্বলে,
কিবা সমুজ্জ্বল হলো বন স্থল!
দেখি নরাধম চেতনাহত।

(১৭)

কথা কি কহিবে, কোথা পলাইবে,
প্রচণ্ড হুতাশে ঘেরে চারি পাশে,
পুড়ে মরে ব্যাধ হাহাকার করে।
সতীর নয়ন দুর্জ্জয় এমন,
পাপী দুরাচার, কি জানিবে তার,
আজি তা বুঝিল দহনে মরে।

বিধবার হরিণ।

আঁধারে মগন ধরা নিশীথ রজনী,
ঝিঁ ঝিঁ রবে কম্পিত ভুবন,
একাকিনী পর্ণগৃহে কাঁদিছে রমণী
নেত্র জলে ভাসে দুনয়ন।

পাশে শিশু একমাত্র প্রাণের কুমার,
ঘোর রোগে আছে হতজ্ঞান;
নিমীলিত পদ্মসম মুখ-চন্দ্র তার
যত দেখে উথলিছে প্রাণ!

হায় রে ছুদিন হলো, স্বামী ধনে নারী
হারায়েছে বিষম বিকারে ;
না শুখাতে মুখে তার সেই অশ্রুবারি
হারায় বা প্রাণের কুমারে।

বাবা !—বাবা !—আর বাবা মেলে না নয়ন,
ক্রমে সংজ্ঞা মিলাইয়া আসে;
সময় বুঝিয়া নিশি আঁধারে মগন,
যম আসি সেই গৃহে পশে।

মায়ের প্রাণের ধন উঠ রে সন্তান,
তুমি দীপ আঁধার ভবনে।
আর উঠ! ঘোরাচ্ছন্ন হইতেছে জ্ঞান,
ক্রমে জাল পড়িছে নয়নে।

উঠিল রোদন ধ্বনি ঘর ফাটাইয়া ;
বায়ু সেই ক্রন্দন বহিল ;
দুই এক প্রতিবাসী করুণা করিয়া
সেই গৃহে আসিয়া পৌঁছিল !

কেঁদ না কেঁদ না হায় সাধে কিরে কাঁদে,
আর তার কি রহিল ভবে ?
অকালে গ্রাসিল রাহু আজ তার চাঁদে,
কি সান্ত্বনা দেও তারে সবে।

আছাড়ে পড়িল মাতা, বিচেতন হয়ে,
হাহাকারে সে পাড়া কাঁপিল ;

প্রতিবাসী মৃত শিশু ত্বরা করি লয়ে,
শূন্য ঘর রাখিয়া চলিল।

মৃত শিশু যত যায় রোদনের ধ্বনি
সঙ্গে সঙ্গে যেন তথা যায়!
ঘরে ঘরে সেই রবে যতেক জননী
শিশু কোলে করে হায় হায়!

কাজ সারি যায় যেন সে কাল যামিনী,
কেঁদে কেঁদে অবসন্ন প্রায়!
ভগ্ন ঘরে ধূলি পরে লুণ্ঠিতা কামিনী,
প্রতিবাসী ধরিয়া বুঝায়।

এক দিন দুই দিন ক্রমে ক্রমে গত,
আর যেন কাঁদিতে না পারে;
চক্ষু যেন অশ্রুপাতে হয়ে শক্তি-হত
আর অশ্রু ফেলিবারে নারে!

ভগ্ন কণ্ঠে গুণ গুণ রোদনের ধ্বনি,
জাগে শুধু রজনী দিবসে;
ভগ্ন-গৃহে ভগ্ন-প্রাণে পড়িয়া রমণী,
যাপে দিন বিষাদে বিরসে।

প্রফুল্ল বদনে তার হাসি ছিল ভরা,
সেই হাসি যেন কে হরিল;
কত আশা কত সুখে পূর্ণ ছিল ধরা,
সেই ধরা শ্মশান হইল।

দিবসে অন্নের তরে ভ্রমে নানা স্থানে,
রাত্রি হলে কাঁদে আসি ঘরে ;
নিন্দা করে রমণীর কঠিন পরাণে,
পড়ে থাকে বিরস অন্তরে !

একদিন কাঠুরিয়া আসিল পাড়ায়,
হাতে মৃগ-শাবক সুন্দর ;
কেমন চটুল, কিবা চিত্র তার গায়,
চক্ষু দুটী কিবা মনোহর ।

মূল্য দিয়া মৃগশিশু কিনিল কামিনী,
ভালবেসে লইল হৃদয়ে ;
মৃত পুত্র যেন পুন পেয়ে পাগলিনী
লয়ে গেল আপন আলয়ে ।

পীযূষ-পূরিত স্তন দিল তার মুখে,
মৃগশিশু মহানন্দে খায় ;
কোলে করি যেন নারী পাশরিল দুখে,
দু কপোলে চুম্বিল তাহায় !

কড়ি গাঁথি গলে তার পরাইল হার;
কচি তৃণ যোগায় আদরে ;
তারে 'বাবা !' বলে ডাকে ; সদা সঙ্গে তার
কথা কহে প্রফুল্ল অন্তরে ।

মৃগশিশু পায় পায় ঘুরিয়া বেড়ায়,
ঝম্ ঝম্ রবে সদা ছুটে;

জানুতে চরণ দিয়ে কভু বা দাঁড়ায়;
স্তনপান করে কোলে উঠে।

কিছু কাল গত ক্রমে যৌবন উদয়,
হলো মৃগ দ্বিগুণ সুন্দর ;
কিবা চক্ষু ! কিবা গতি ! সব মনোহর,
শৃঙ্গ রেখা মস্তক উপর।

বাড়ীর বাহিরে যায়, বালকেরা তাড়ে,
খানা খন্দ লাফায়ে পালায় ;
প্রাচীর লঙ্ঘিয়ে মৃগ মাতৃগৃহ পাড়ে
তিন লাফে আসিয়া দাঁড়ায় !

এক দিন দিবা শেষে আসে না হরিণ,
আয় আয় করিছে জননী ;
সন্ধ্যা হলো ক্রমে মুখ হইল মলিন,
নেত্র-জলে ভাসিল রমণী।

জিজ্ঞাসে পথের লোকে কেহ নাহি জানে,
আয় আয় কেবল বদনে ;
বেড়ায় খুঁজিয়া তারে জঙ্গলে বাগানে
জল ধারা বহে দুনয়নে।

শেষে ঘরে ফিরে আসি কাঁদিছে বসিয়া,
হেনকালে হুড় মুড় করি,
বেড়া ভাঙ্গি দুটী জন্তু আসিল ছুটিয়া ;
দেখি বলে উঠিল সুন্দরী।

উঠে দেখে মৃগ বটে, পাইল পরাণ,
স্নেহ ভরে করে আলিঙ্গন,
আলিঙ্গনে বাহু-যুগে জলের সমান,
কি লাগিল, ভিজিল বসন।

কোলে করি ঘরে লয়ে দেখে সর্ব্বনাশ,
রক্তধারা সর্ব্বাঙ্গে তাহার ;
সর্ব্বগাত্রে দংষ্ট্রাঘাত দেখে সুপ্রকাশ ;
দর দর রুধিরের ধার।

দেখে সে কাঁদিল কত কে বর্ণিতে পারে,
মৃগ কোলে কাটায় রজনী।
সেই যে শুইল মৃগ উঠিবারে নারে,
কত সেবা করিল রমণী।

কচি ঘাস আনি মুখে ধরে স্নেহভরে,
আর মৃগ খায় না সে ঘাস ;
দুগ্ধ আনি সযতনে মুখপানে ধরে,
আর দুধে নাহি তার আশ।

উঠে না অবোধ পশু, পড়ি পড়ি শ্বসে,
বিষে দেহ হইছে জর্জ্জর ;
সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয়ে কাছে বসে,
কাঁদে নারী ব্যাকুল অন্তর।

ক্রমে মৃগ হস্তপদ প্রসারিয়া পড়ে,
উলটিয়া সুন্দর নয়ন ;

ক্রমে শ্বাস রুদ্ধ তার আর নাহি নড়ে,
ক্রমে তার, মিলাল জীবন।

হায় রে নারীর দশা কি হলো তখন,
বুঝিতে কি বাকি আছে আর?
ফুরাল তাহার সুখ জনম মতন,
পাগল সে হলো এই বার।

কচি ঘাস কচি পাতা, লইয়া যতনে,
পথে পথে ডাকিয়া বেড়ায়।
ধূলা মাটী ফেলে মারে যত শিশুগণে,
'ক্ষেপী ক্ষেপী' বলিয়া ক্ষেপায়।

রুক্ষকেশে অনাহারে শীর্ণ জীর্ণ দেহ,
আয় আয় মুখেতে কেবল।
কেহবা প্রহার করে, দয়া করি কেহ
গৃহে আনি দেয় অন্নজল।

আয়! আয়! মৃগ তার আর যে আসে না;
আশা কিন্তু নিবৃত্তি না হয়;
কভু ঘাস তোলে কভু পাতিয়া বিছানা
বলে শোবে সন্ধ্যার সময়।

নিশি জাগে একাকিনী, বলে সে আসিলে
স্তন পান করাব যতনে;
কোলে করি ঘুমাইব তাহারে লইয়ে
বলে কত বকে নিজ মনে।

উন্মাদিনী।

স্বপনে দেখিনু যেন ঘোর সিন্ধুনীরে
তরি আরোহণে ভাসি; নিশীথ সমীরে
নারীর কোমল কণ্ঠে রোদনের ধ্বনি
বহে আসে; যেন কর্ণে সেই রব শুনি
দাড়াইনু তরি পৃষ্ঠে; চারিদিকে চাই,
আঁধারে নিমগ্ন ধরা, না দেখিতে পাই,
জল স্থল; শুধু সেই হৃদয়-বিদারি
করুণ বিলাপ-ধ্বনি চৌদিকে সঞ্চারি,
নিশার নিশ্বাস দেয় শোকে মাখাইয়া!
উত্তরিনু তরি হতে; কুলে দাঁড়াইয়া
চেয়ে দেখি, কিছু দূরে জ্বলিছে অনল,
ধিকি ধিকি! যাই, কিন্তু হৃদয় চঞ্চল
সংশয়ে বিস্ময়ে ভয়ে। নিঃশব্দ চরণে
কিছু দূর গিয়া যাহা দেখিনু নয়নে,
অপরূপ, একি দৃশ্য ভাবিয়া বিস্ময়ে
রহিলাম ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হয়ে।
একি দৃশ্য! এ কে বালা রূপের আভায়
যেন আলো করে দিক! তরুবর গায়
রাখি পৃষ্ঠ, দুই হস্ত রাখিয়া হৃদয়ে,
এলোকেশী, ভাবে যেন চিত্রার্পিতা হয়ে।
কিরূপ মাধুরী মরি! কাহার নন্দিনী?
কেন হেথা এ বিজনে কাঁদে একাকিনী?

যাই কাছে মনে ভাবি, দেবযোনি ভ্রমে
কাঁপে প্রাণ; পদদ্বয় উঠে না সম্ভ্রমে।
হেন কালে পুনরায় সেই আর্ত্ত ধ্বনি!
হাহাকারে পূর্ণ দিক, কম্পিতা ধরণী!
বলে বালা,—'কোথা আছ মোর প্রাণেশ্বর!
দেখা দেও, এই ঘোর অপার সাগর,
এ ঘোর আঁধার নাথ! নেত্র আবরিয়া
রাখিয়াছে; প্রাণকান্ত! কোথা লুকাইয়া
রহিলে হে এর মাঝে? দেখি দেখি দেখি
আবার মিলাও শূন্যে; আঁধারে নিরখি,
দেখি দেখি আলো যেন আবার আঁধার,
একি খেলা খেল হৃদি-বল্লভ আমার?
গোপনে বারেক দেখা দিয়া লুকাইলে,
উঠে ধরিবারে ধাই ভূধরে, সলিলে,
মহারণ্যে, লোকালয়ে, বিজন প্রান্তরে,
কোথা প্রাণেশ্বর বলে কাঁদি উচ্চস্বরে।
সমীপে অপার সিন্ধু চৌদিকে আঁধার,
কে দিবে আমারে নাথ! উদ্দেশ তোমার?
কি হবে আমার হায় আমি ভিকারিণী
যাঁর তরে, কোথা তিনি বলগো যামিনি!
বল্ না সাগর! ওরে দক্ষিণ মলয়!
তুই কি পারিস দিতে তাঁর পরিচয়?
অগ্নি তুমি থাকি থাকি জ্বলিছ নিবিছ,
তুমি বুঝি তাঁরে জানি আনন্দে নাচিছ!

এই যে—এই যে,—হা হা পেয়েছি ! পেয়েছি
প্রাণ সখা ! এইবার ধরেছি ধরেছি !'
বলি বালা শূন্যে করে গাঢ় আলিঙ্গন ;
আবার কাঁদিয়া বলে,—কোথা প্রাণধন !
দেখিতে দেখিতে অশ্রু ঝরিল আমার ,
বুঝিলাম উন্মাদিনী। নিকটে তাহার
গিয়া দেখি পুনরায় স্তম্ভিতের প্রায়
দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে। জিজ্ঞাসি, সুন্দরি !
কে তুমি একাকী হেথা বন আলো করি ?
কারে চাও ? কার তরে কাঁদলো ললনে !
কার তরে ভিকারিণী এ নব যৌবনে ?
শূন্য শূন্য দৃষ্টে বালা চাহি মুখ পানে,
বলে—তুমি কেহে বন্ধু ! প্রাণ-সখা সনে
হয়েছে কি পরিচয় ?—"শুন বরাননে !
কে তোমার প্রাণ-সখা ?"—অমনি কাঁদিল ;
অমনি বিশাল আঁখি, শোকেতে মুদিল ?
"ওরে আমি কিসে দিব তাঁর পরিচয়,
জানিনা ত নাম ধাম ; কেবল হৃদয়
চায় তাঁরে এই জানি।" শুনলো সরলে !
কোথা তিনি যাঁর তরে ভাস নেত্র জলে ?
"ওই যে—ওই যে—হা হা ! এস প্রাণেশ্বর !
হাসিতেছ কি ভাবিয়া ? কে বলে দুস্তর
সিন্ধু তুই, নিশা তুই কে বলে আঁধার !
ঐ দেখ রূপ রাশি করিয়া বিস্তার,

হৃদয়-বল্লভ মোর আসি উতরিল৷ !"
বলিয়া আবার বালা হৃদয়ে চাপিলা।
শূন্য দৃষ্টি পুনঃ স্থির পড়িল ধরায় ;
তরু পৃষ্ঠে রাখি পৃষ্ঠ পুত্তলীর প্রায় !
ভাবিলাম একি কাণ্ড ! নাহি পরিচয়,
না জেনে কাহারে বালা সঁপিল হৃদয় !
শূন্য সনে প্রেমালাপ, শূন্যে আলিঙ্গন,
শূন্যে হারাইয়া, শূন্যে করিছে ক্রন্দন !
ভাবিতেছি ; পুনরায় আঁখি ইন্দীবর
মেলি বালা বলে,—"ওহে পরম সুন্দর !
ওহে প্রাণারাম ! দাসী ব্যাকুল অন্তর
পারে না কাঁদিতে আর ; ভূধরে কাননে
পারে না ভ্রমিতে আর দুর্ব্বল চরণে।
দেখা দাও, ধরা দাও, দাও পরিচয়,
হৃদয়-বল্লভ ! আমি যুড়াই হৃদয়।"
হায় রে ! সে আর্ত্তনাদ শুনে কি পরাণে
থাকে কিছু ! ভাবিলাম যাই বন পানে
খুঁজে আনি কোথা আছে প্রাণেশ্বর তার ;
এ হেন যাতনা প্রাণে সহেনা যে আর !
বলিলাম, হে ললনে ! রোদন সম্বর,
বলে দাও, কোন পথে তব প্রাণেশ্বর
গিয়াছেন, যাই আমি অন্বেষি তাঁহারে ;
হৃদয়ের ধন আনি দিবলো তোমারে।
"ওগো সে কি ধরা দিবে, ওই সিন্ধু-পারে

চলি গেল ; ওই ওই মিশাল আঁধারে ;
ওই জলে, ওই স্থলে, ওই ঘোর বনে,
এই কাছে, ওই দূরে, ধরগো যতনে
ধর,—ধর,—আমি ধরি, হা হা ধরিয়াছি,
এবার কি হবে নাথ ! প্রাণে পুরিয়াছি !'
বলিয়া উন্মাদ বালা হইল আবার ;
শূন্যে আলিঙ্গন করি আনন্দ অপার।
আবার স্তিমিত আঁখি, আবার নিশ্চল,
দুই গণ্ডে দুটী ধারা বহিল কেবল।
ভাবিলাম কি বিপত্তি ! ঘোর উন্মাদিনী !
চক্ষু খুলে বলে বালা—'এমন করিয়া
কাঁদাতে কি হয় প্রভু ! এরূপে আনিয়া
অনন্ত সাগর তীরে ফেলিয়া আঁধারে,
লুকাতে কি আছে নাথ ! ভাবি ভুলিবারে,
ভুলিতে দিলে না ; মোরে করে পাগলিনী
কাঁদালে ; তোমার তরে আমি ভিকারিণী।'
বলিলাম, শুন শুভে যদি নাম তাঁর
নাহি জান, বল দেখি কি রূপ আকার,
কি প্রকৃতি ? বলে বালা—'হায়রে কেমনে
বর্ণিব সেরূপ আমি ? দেখিনি নয়নে
হেন শোভা ! কি উজ্জ্বল কেমন পবিত্র,
কেমন মধুর স্নিগ্ধ অপরূপ চিত্র,
সুপ্রসন্ন সদানন্দ, প্রেমিক সুজন,
প্রীতি পবিত্রতা পূর্ণ সুন্দর বদন,

স্মরণে উন্নত চিত্ত, পিপাসিত প্রাণ
সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য হ্রদে করিবারে স্নান।
পদার্পণে সুবাতাস বহে চারি ধারে
পলায় আঁধার যেন দেখিলে তাঁহারে।
শোন পান্থ প্রাণকান্ত যিনি রে আমার,
রূপে লোকাতীত, গুণে সর্ব্বগুণাধার!
কোথা তিনি কি বলিব? যেন রে মিশায়ে
চরাচরে; যেন দেখি আছেন লুকায়ে
জলে, স্থলে, ওই শূন্যে, গভীর আঁধারে;
সিন্ধু নীরে!—ওই! ওই!—ত্যজোনা আমারে
যেও না ফেলিয়া একা! ধরি—ধরি—ধরি,
বলিয়া সাগর পানে ছুটিল সুন্দরী;
ত্রস্তে ব্যস্তে নিবারিতে যাইব যেমন,
অমনি ভাঙিল নিদ্রা গেল সে স্বপন।

জেগে ভাবি জীবাত্মার গতি এসংসারে
এইরূপ; এইরূপ অজ্ঞান আঁধারে
চিরমগ্ন; এইরূপ আদি অন্ত তার
নীহারে জড়িত; জীব ভবে এ প্রকার
সিন্ধু কুলে, সে অদৃশ্য জগতের পাশে
দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে যে ধনের আশে,
কোথা তিনি? জ্ঞান বুদ্ধি সব পরাহত,
সে চিন্তায়; তবু প্রাণ চায় অবিরত
সেই ধনে; তবু চক্ষু সদা ভাল বাসে
থাকিতে অদৃশ্য দেশে; তবু সিন্ধু পাশে

জ্বালিয়া বিশ্বাস বহ্নি করে জাগরণ,
সদা জীব। নীচ দৃষ্টি বিষয়ী যে জন
দেখে সে বিস্ময়ে ডোবে; বাহু প্রসারিয়া
দেখে সে কাঁদিছে লোক শূন্যে আলিঙ্গিয়া;
দেখে সে শূন্যের সনে করিয়া প্রণয়,
শূন্যে সম্ভাষিছে লোক। তাহার হৃদয়
জানে কিরে, শূন্য পূর্ণ হয় যে কেমনে!
সেকি বুঝে, কি মাধুরী দেখে ভক্তজনে
কভু হাসে, কভু ভাসে নয়ন আসারে,
কভু বা বিচ্ছেদে প্রাণ পূর্ণ হাহাকারে?
কবি বলে,—ওহে দেব! ওহে প্রাণারাম।
প্রাণ বন্ধু! প্রাণ-সখা! নিরাকার নাম
কে দিয়াছে? দেখি না ত হেন নিরাকার,
জীবের হৃদয় কাড়া নিত্য কর্ম্ম যার!
তুমি নাকি রস? তৃপ্তি দেও আস্বাদানে?
তুমি নাকি রূপ রাশি? প্রেম আলিঙ্গনে
বাঁধা নাকি পড় তুমি? ওহে নিরঞ্জন!
তুমি নাকি পাপ দগ্ধ চক্ষের অঞ্জন?
প্রাণের চন্দন তুমি, দেহের চন্দ্রিকা!
সংসার-বিষাক্ত-নেত্রে অমৃত তুলিকা
কর্ণের সুস্বর তুমি, নাসার সুঘ্রাণ,
অবসন্ন দেহ মনে তুমি না কি প্রাণ?
তাই বটে, তাই হও প্রেমিক-বৎসল।
তাই হও এই ভিক্ষা কবির কেবল।